বিল্‌স শ্রম সংবাদ

মে-জুন, ২০১৮

নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকের নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েই চলেছে

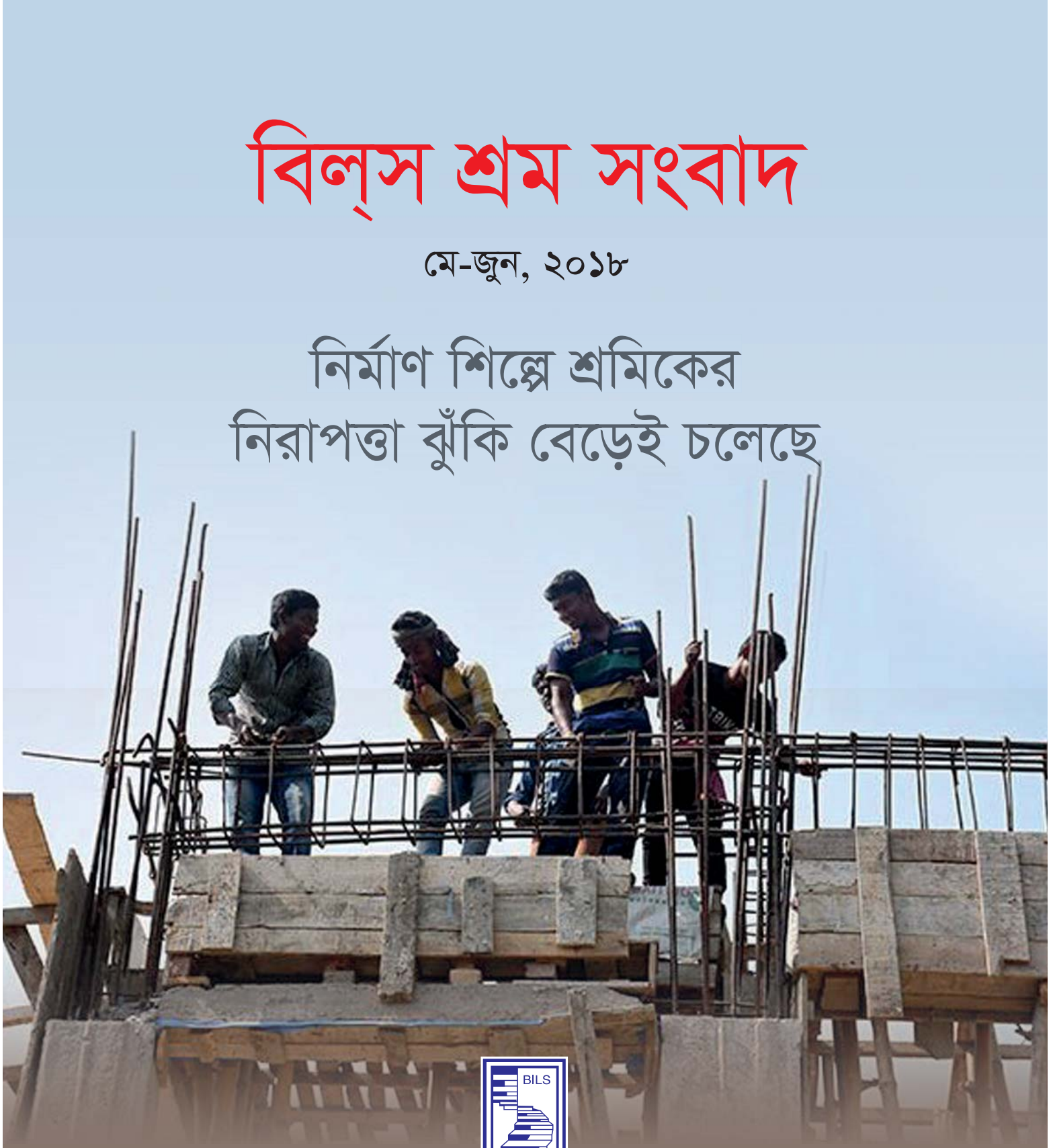

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

সম্পাদকীয়

বিশ্বের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্য, সংহতি, সংগ্রাম ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে রচিত মহান মে দিবস। মুনাফালোভী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অমানবিক নিপীড়নের শিকার শ্রমজীবী মানুষের সর্বোচ্চ ত্যাগ, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের ঐতিহাসিক বিজয় হিসেবে সুপারিচিত মে দিবস, যা যুগের পর যুগ সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে আন্দোলন-সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। মহান মে দিবস উপলক্ষে সারা দেশে বিল্‌স এর উদ্যোগে আলোচনা সভা, র‍্যালি, মানববন্ধন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

শ্রমিকের ঘামের বিনিময়ে গড়ে ওঠে একেকটি গগনচুম্বী দালানকৌঠা। অথচ নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত দেশের লাখো-কোটি শ্রমিকের কর্মস্থলে নেই জীবনের নিরাপত্তা। নেই বেঁচে থাকার ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, সামাজিক মর্যাদা। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু বা পঙ্গুত্ববরণ করছে শ্রমিকরা।

কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় অনেক ক্ষেত্রে সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির মৃত্যু বা পঙ্গুত্ববরণের ফলে শ্রমিক পরিবারে নেমে আসে ভয়াবহ আর্থিক সংকট ও সামাজিক অনিশ্চয়তা। অথচ আহত শ্রমিকের চিকিৎসা সাহায্য বা মৃত্যুবরণকারী শ্রমিক পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে এগিয়ে আসে না নির্মাণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

কর্মস্থলে শ্রমিকের জীবন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শ্রমিকের সঠিক মজুরি প্রদান, শ্রমিকের জীবন বীমা, দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকের জন্য সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণের পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অযোগ্যতা, অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণে রাষ্ট্র ও সমাজ সচেতন জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ। শ্রমিক বাঁচলে উন্নত হবে নগর অবকাঠামো, শিল্পকারখানা, সমৃদ্ধ হবে দেশ।

তবে আমরা আশাবাদী, অন্ধকার ফুঁড়ে আলোর রেখা বেরিয়ে আসবেই। মে দিবসের অম্লান ইতিহাস ও শিক্ষা অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্ব তথা এদেশের মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ে সকল প্রয়াসে উদ্দীপনা যুগিয়ে যাবে। শ্রমিকদেরকে মে দিবসের শিক্ষা ও চেতনায় উজ্জীবিত করে শ্রমিক আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে বিল্‌স সহযোগিতা করে যাবে এটাই বিল্‌সের অঙ্গীকার।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ
সম্পাদক

বিল্‌স শ্রম সংবাদ
মে-জুন, ২০১৮

সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান
মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিল্‌স
নজরুল ইসলাম খান, মহাসচিব, বিল্‌স

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা পরিষদ
মেসবাহউদ্দীন আহমেদ
রায় রমেশ চন্দ্র
অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম
শহীদুল্লাহ চৌধুরী
মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা
রওশন জাহান সাথী

সম্পাদক
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আল-মামুন

সহযোগী সম্পাদক
ফারিবা তাবাসসুম

সহকারী সম্পাদক
মামুন অর রশিদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ:
তৌহিদ আহমেদ

মূদ্রণ:
প্রিন্ট টাচ
৮৫/১, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: reza@bornee.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ি: ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০ ই-মেইল: bils@citech.net
ওয়েব: www.bilsbd.org

সূচী

নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকের নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েই চলেছে	৪
আইএলওর নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুতিয়াইনিন	৬
দেশের ৭৫ শতাংশ কর্মসংস্থানই অরক্ষিত	৭
বস্ত্র খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫,৭১০ টাকা	৯
আইএলওর শুনানির তালিকা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে বাংলাদেশ	১০
শিক্ষাবৃত্তি পাবে পোশাক শ্রমিকদের সন্তানরা	১০
বিল্‌স এর উদ্যোগে মহান মে দিবস উদযাপন	১১
বিল্‌স-এফএনভি প্রকল্প মুল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত	১৩
কর্মক্ষেত্রে হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক এজেন্ডার উপর পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত	১৪
গৃহশ্রমিক সম্মেলন ২০১৮ অনুষ্ঠিত	১৫
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সর্বনিম্ন ১৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণের দাবি	১৬
কনকর্ড টাওয়ারে ৩ নির্মাণ শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ীদের শাস্তি দাবি	১৭
চট্টগ্রামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলা অনুষ্ঠিত	১৭
কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে পক্ষসমূহের করণীয় শীর্ষক সেমিনার	১৮
চট্টগ্রামে শ্রমিকদের অবস্থা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত	১৮
পেশা পরিচিতি: নির্মাণ শিল্প এবং নির্মাণ শ্রমিক	১৯
সংগঠন পরিচিতিঃ ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন	২০
শিশুরা শ্রমের হাতিয়ার নয়, জাতির ভবিষ্যত	২২
বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস	২৫
গাজীপুরে মাল্টিফ্যাবস গার্মেন্টসে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় পরিদর্শন প্রতিবেদন	২৬
শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ	৩২

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন:

নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকের নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়েই চলেছে

দ্রুত নগরায়নের ফলে বর্তমানে দেশে চলছে নানা ধরণের অবকাঠামো তৈরির কাজ। দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, ফ্লাইওভারসহ কত কী নির্মিত হচ্ছে দেশজুড়ে। দেশের নির্মাণ শ্রমিকের ঘামের বিনিময়ে বেড়ে ওঠে একেকটি গগনচুম্বী দালানকোঠা। এগিয়ে চলে দেশের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। অথচ নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত দেশের লাখো-কোটি শ্রমিকের কর্মস্থলে নেই জীবনের নিরাপত্তা। নেই বেঁচে থাকার ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা, সামাজিক মর্যাদা।

রাজধানীর নয়াপল্টন এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের নবম তলায় কাজ করছিলেন রফিকুল ইসলাম (৪০)। কোন ধরণের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই ক্রেনের মাধ্যমে বাকেট দিয়ে নিচ থেকে ছাদে ইট-বালু তুলছিলেন তিনি। বাকেট ছাদে তোলার পর হাত দিয়ে টেনে নামানোর সময় ভার সামলাতে না পেরে বাকেটসহ নিচে পড়ে যান রফিকুল। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নির্মাণ শিল্পে প্রায়ই ঘটে এরকম দুর্ঘটনা। গত বছর রাজধানীর বেইলি রোডে রূপায়ণ হাউজিং এস্টেট লিমিটেড এর একটি নির্মাণাধীন বহুতল ভবন থেকে পড়ে তিন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু, মালিবাগ ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের সময় দুর্ঘটনায় মারা যান এক নির্মাণ শ্রমিক, এর আগে ২০১১ সালে র‍্যাংগস ভবন ভাঙ্গার সময় মারা যান ৯ জন নির্মাণ শ্রমিক। প্রতিনিয়ত এরকম দুর্ঘটনায় হতাহত হচ্ছে হাজারো নির্মাণ শ্রমিক। এছাড়া নানা ধরণের মারাত্মক দুর্ঘটনায় শ্রমিকের হাত-পা ভেঙে পঙ্গুত্ববরণ করাসহ মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। কখনো নির্মাণাধীন উপরিকাঠামো ভেঙে মাথায় পড়ে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটজনিত দুর্ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় প্রায়ই।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর সংবাদ পত্র জরিপের তথ্য মতে নির্মাণ শিল্পে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় গত পাঁচ

নির্মাণ খাতে দূর্ঘটনার চিত্র		
সাল	নিহত	আহত
২০১৭	১৩৪	৯২
২০১৬	৮৫	৯৭
২০১৫	৬১	১১৯
২০১৪	১০২	৩৪
২০১৩	৯৫	৬৩
মোট	৪৭৭	৪০৫
		সূত্র: বিল্‌স

বছরে ৪৭৭ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৪০৫ জন শ্রমিক। শুধুমাত্র ২০১৭ সালেই দুর্ঘটনায় মারা গেছে ১৩৪ জন নির্মাণ শ্রমিক। নির্মাণ খাত সংশ্লিষ্টদের মতে দিন দিন নির্মাণ শিল্পে দুর্ঘটনার হার বেড়েই চলছে। সেই সাথে বাড়ছে শ্রমিক মৃত্যুর মিছিল। মালিকদের অবহেলা, শ্রমিকদের অসচেতনতা, এবং শ্রম আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণেই এমন অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। নির্মাণ খাতে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ও সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৭৮.ক ধারায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতায় বলা হয়েছে। শ্রমিকগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ব্যতিত নিয়োগকারী কাউকে কর্মে নিয়োগ করতে পারবে না এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য নিয়োগকারী প্রত্যেক শ্রমিককে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করবে। কিন্তু নির্মাণ শিল্পে শ্রম আইনের এই বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না।

নির্মাণ খাত সংশ্লিষ্টদের মতে নির্মাণ শিল্পের কাজে রয়েছে নানা রকম দুর্ঘটনা ঝুঁকি। একজন রাজমিস্ত্রী, রড বাঁধাইকারী বা সাধারণ শ্রমিককে অত্যন্ত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কাজ করে যেতে হয়। হাঁটাচলার অপ্রশস্ত পথ, পর্যাপ্ত আলো-বাতাসহীন পরিবেশে কাজ করে বাংলাদেশের নির্মাণ শ্রমিকরা। এদের জন্য সেফটি বুট এবং টুপি সরবরাহ করে না নির্মাণশিল্পের সঙ্গে নিয়োজিত দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা সংস্থা। শ্রমিকদের পরণে থাকে না কাজের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ। এমনকি এসব শ্রমিককে কিনে ব্যবহার করতেও বাধ্য বা উদ্বুদ্ধ করা হয় না। ফলে শ্রমিকদের মাথায় আঘাত বা পায়ে পেরেক ঢোকার মতো ছোটখাট দুর্ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে থাকে। এমনকি শ্রমিকের জন্য নির্মাণকাজে ওপরে ওঠার জন্য ব্যবহৃত মইও থাকে নড়বড়ে। উপরে কাজ করার জন্য মাচা তৈরি করা হয় নাজুক কাঠ-বাঁশ দিয়ে। কাজের স্থানের পাশে থাকে না কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনী। ফলে মাচা ভেঙে বা দড়ি ছিঁড়ে বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে অহরহ। দুর্ঘটনা রোধে সরকারের পক্ষ থেকে জনসচেতনতার উপর গুরুত্ব দেয়া হলেও শ্রমিক সংগঠনগুলো জোর দিচ্ছে শ্রম আইন প্রয়োগে কঠোর হওয়ার ওপর।

কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় অনেক ক্ষেত্রে সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির মৃত্যু বা পঙ্গুত্ববরণের ফলে শ্রমিক পরিবারে নেমে আসে

ভয়াবহ আর্থিক সংকট ও সামাজিক অনিশ্চয়তা। অথচ আহত শ্রমিকের চিকিৎসা সাহায্য বা মৃত্যুবরণকারী শ্রমিক পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে এগিয়ে আসে না নির্মাণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে শিল্প দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিককে প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণও অপর্যাপ্ত। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' অনুযায়ী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি আইনী কাঠামো রয়েছে যদিও এর পরিমাণ অত্যন্ত কম। এই আইনে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা ও স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ।

২০১৪ সালের জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুযায়ী, কাজের সময় একজন শ্রমিকের মাথায় হেলমেট পড়া বাধ্যতামূলক। যারা কংক্রিটের কাজে যুক্ত, তাদের হাতে গ্লাভসও পড়তে হবে। চোখের জন্য ক্ষতিকর কাজ যেমন ড্রিলিং, ওয়েল্ডিং, ঢালাইয়ের সময় শ্রমিকদের চশমা ব্যবহার বাধ্যতামূলক। ওয়েল্ডার ও গ্যাস কাটার ব্যবহারের সময় রক্ষামূলক সরঞ্জাম যেমন গ্লাভস, নিরাপত্তা বুট, এপ্রোন ব্যবহার করতে হবে। ভবনের উপরে কাজ করার সময় শ্রমিকের নিরাপত্তায় বেল্ট ব্যবহারও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে। অধিকাংশ ক্ষেত্রই দেখা গেছে উপেক্ষিত রয়েছে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি।

কর্মস্থলে শ্রমিকের জীবন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শ্রমিকের সঠিক মজুরি প্রদান, শ্রমিকের জীবন বীমা, দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকের জন্য সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণের পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অযোগ্যতা, অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার কারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণে রাষ্ট্র ও সমাজ সচেতন জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ। শ্রমিক বাঁচলে উন্নত হবে নগর অবকঠামো, শিল্পকারখানা, সমৃদ্ধ হবে দেশ। এ ছাড়া যেসব সাধারণ মানুষের জন্য এসব উন্নয়ন তাতে নির্মাণ ত্রুটি, অসর্তকতার কারণে তাদের জীবন যেন বিপন্ন না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরি।

আইএলওর নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুতিয়াইনিন

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাংলাদেশের নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছেন তোমো পুতিয়াইনিন।

ফিনল্যান্ডের নাগরিক তোমো পুতিয়াইনিন দীর্ঘদিন বাংলাদেশে কান্ট্রি ডিরেক্টরের দায়িত্বে থাকা ভারতীয় শ্রী নিবাস রেড্ডির স্থলাভিষিক্ত হলেন। বাংলাদেশে কান্ট্রি ডিরেক্টরের দায়িত্ব নেওয়ার আগে পুতিয়াইনিন ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আইএলওর তৈরি পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্পের প্রকল্প প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি আইএলওর বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচি প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯ বছর ধরে আইএলও'র হয়ে ফিলিপাইন, সুইজারল্যান্ড, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশে কাজ করেছেন। আইএলওর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকালে পুতিয়াইনিন গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নয়ন, শিশুশ্রম, আদিবাসী ইস্যু, শান্তি ও উন্নয়নবিষয়ক কাজে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সাম্প্রতিক বছরে শ্রম অধিকার এবং শিল্প-কারখানার বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন উন্নয়নেও কাজ করেছেন তিনি।

আইএলওর প্রতিবেদন
দেশের ৭৫ শতাংশ কর্মসংস্থানই অরক্ষিত

বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৭৫ দশমিক ২ শতাংশই অরক্ষিত। এর মধ্যে ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ মুলত আত্মকর্মসংস্থান। বাকি ২২ দশমিক ৬ শতাংশ হচ্ছে পারিবারিক কর্মসংস্থান। অরক্ষিত ও অনানুষ্ঠানিক এসব কর্মসংস্থানে নিযুক্তদের দায়িত্ব কম, আয়ের নিরাপত্তাও কম। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএলও ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোস্যাল আউটলুক ২০১৮: গ্রিনিং উইথ জবস শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জেনেভা থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির বাংলাদেশ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি ফ্যাক্ট শিটস অংশে দেশে কর্মসংস্থানের গতি-প্রকৃতির চিত্র উঠে এসেছে। ফ্যাক্ট শিটসের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশে মোট জনগোষ্ঠীর শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ। আর কর্মক্ষম জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থানের হার ৫৯ দশমিক ৮ শতাংশ। বেকারত্বের হার ৪ শতাংশ। এর মধ্যে তরুণ জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের হার ১০ দশমিক ৫ শতাংশ।

আইএলও বলেছে, কর্মসংস্থানের বিষয়টি প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। কৃষি, মৎস্য, বনজ সম্পদ, পর্যটন ইত্যাদি খাত এবং ওষুধ, বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয় শিল্পে কর্মসংস্থান পুরোপুরিই স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ু রূপান্তরের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে। এ কারণে প্রতি বছরই তীব্র গরম ও দাবদাহের ব্যাপ্তি বাড়ছে। এভাবে কাজের অনুপযোগী দিনের সংখ্যা আগামী দিনগুলোতেও বাড়তে থাকবে। কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে, অর্থনৈতিক উন্নতির সুবাদে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে হারিয়ে যাবে। এ কারণেই কর্মসংস্থানের জগতটি পরিবেশগত বিচারে টেকসই করা জরুরি বলে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাটি উল্লেখ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় চার কোটি পূর্ণকালীন কর্মীর উৎপাদনশীলতা বার্ষিক ৪ দশমিক ৮ শতাংশ হারে কমবে। কৃষি খাতে এর প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি। তাপমাত্রা ও উষ্ণতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের কৃষকদের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আইএলও ফ্যাক্ট শিটের তথ্যমতে, বাংলাদেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের কর্মসংস্থান কৃষি ও সেবা খাতে ৪০ শতাংশের কিছু বেশি। আর শিল্প খাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে ২০ শতাংশের। দক্ষতার মান বিচারে উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন কর্মসংস্থান ২০ শতাংশেরও কম। মাঝারি দক্ষতার কর্মসংস্থান ৬০ শতাংশের কিছু বেশি। আর নিম্ন দক্ষতার কর্মসংস্থান ২২ শতাংশের মতো।

দেশের টেকসই কর্মসংস্থান পরিস্থিতি আলোকপাত করতে আইএলও পাঁচটি বিষয় বিবেচনায় নিয়েছে। এর মধ্যে আছে পরিবেশ কর্মসংস্থান, দক্ষতার মাত্রা, কাজের দূর্বলতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে কর্মসংস্থান এবং পরিবেশগত পারফরম্যান্স সূচক। সংস্থাটি জানিয়েছে, পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির অনুকূল নীতি বাস্তবায়ন হলে ২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১ কোটি ৪০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান হবে। এগুলো হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং টেকসই নির্মাণ, উৎপাদন ও কৃষি খাতে।

আইএলওর উপমহাপরিচালক ডেবোরাহ গ্রিনফিল্ড বলেছেন, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সেবার ওপর নির্ভর করে। সবুজ বা পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি লাখো মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বেরোনোর পথ দেখাতে পারে। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত জীবিকাও নিশ্চিত করতে পারে।

দেশে অরক্ষিত কর্মসংস্থানের কথা এসেছে সরকারের শ্রমশক্তি জরিপেও। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী, কর্মে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৮৫ দশমিক ১ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত। কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির ৯৫ দশমিক ৪, শিল্প খাতে ৮৯ দশমিক ৯ এবং সেবা খাতে এখনো ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ কর্মী অনানুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট সোস্যাল আউটলুক ট্রেন্ডস ২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অরক্ষিত শ্রম খাতে আলোকপাত করে আইএলও।

সেখানে বলা হয়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় কর্মসংস্থানে অপ্রাতিষ্ঠানিকতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে, যা দারিদ্রতা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারত, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও নেপালে প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিকই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। এসব দেশে নির্মাণ, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, আবাসন এবং খাদ্য সেবা শিল্পের মতো অকৃষি খাতগুলোতেও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের প্রবণতা ব্যাপক।

আইএলওর ওই প্রতিবেদনের তথ্যমতে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৭৫ শতাংশের উপরে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান রয়েছে নেপাল, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামে। অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা তিনটি দেশ হল নেপাল, কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদ্যমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছে না। মূলত দেশে কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। কর্মসংস্থান যা হচ্ছে, তার ৮০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে। দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যতটা প্রবৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন ছিল, ততটা হয়নি বলে তারা জানান।

বস্ত্র খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫,৭১০ টাকা

তৈরী পোশাক খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে সুপরিচিত বস্ত্র খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫ হাজার ৭১০ টাকা চূড়ান্ত করেছে এ-সংক্রান্ত মজুরি বোর্ড। সম্প্রতি এ খাতের নতুন মজুরি কাঠামো নিয়ে বোর্ডের চূড়ান্ত সুপারিশ গেজেট আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

কটন টেক্সটাইল বা বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সর্বশেষ পর্যালোচনা হয় ২০১১ সালে। ওই বছর নির্ধারিত মূল মজুরি ছিল ২ হাজার ১৫০ টাকা। এর সঙ্গে বাড়ি ভাড়া ৭৫২ টাকা ৫০ পয়সা, চিকিৎসা ব্যয় ৩০০ টাকা ও যাতায়াত ভাতা ১০০ টাকা যোগ করে ন্যূনতম মোট মজুরি ৩ হাজার ৩০২ টাকা ৫০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়। তবে নতুন কাঠামোয় তা বাড়িয়ে ৫ হাজার ৭১০ টাকার চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে বোর্ড। ৫ হাজার ৭১০ টাকা মজুরির আওতায় পড়বেন দেশের উপজেলা ও অন্যান্য এলাকায় স্থাপিত বস্ত্র খাতের শ্রমিকরা। জেলা শহরের বস্ত্র কারখানা শ্রমিকদের মাসিক মোট মজুরি হবে ৫ হাজার ৯৯০ টাকা। আর বিভাগীয় শহরের বস্ত্র খাতের শ্রমিকরা পাবেন মাসিক ৭ হাজার ১৭০ টাকা মজুরি।

শ্রমিকদের পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ হিসেবে ১০টি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও এলাকা মাসিক মূল মজুরি, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসাভাতা, যাতায়াত ভাতা এবং মোট মজুরি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ্রেড-১ অনুযায়ী মাসিক মূল মজুরি ৬ হাজার ২০ টাকা, গ্রেড-২ অনুযায়ী ৫ হাজার ৫ শ', গ্রেড- ৩ অনুযায়ী ৫ হাজার ২ শ' ৪০ টাকা, গ্রেড-৪ অনুযায়ী ৪ হাজার ৭ শ', ৮০ টাকা, গ্রেড-৫ অনুযায়ী ৪ হাজার ৫ শ' ৮০ টাকা, গ্রেড-৬ অনুযায়ী ৪ হাজার ৩ শ' ৮০ টাকা, গ্রেড-৭ অনুযায়ী ৪ হাজার ২ শ' টাকা, গ্রেড-৮ অনুযায়ী ৪ হাজার টাকা, গ্রেড-৯ অনুযায়ী ৩ হাজার ৮ শ' ৬০ টাকা এবং গ্রেড-১০ অনুযায়ী ৩ হাজার ৬ শ' টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া বাড়ি ভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহরে মূল মজুরির ৭০ শতাংশ, জেলা শহরে মূল মজুরির ৪০ শতাংশ এবং উপজেলা ও অন্যান্য এলাকায় মূল মজুরির ৩৫ শতাংশ হার ধরা হয়েছে।

শিক্ষানবিশ শ্রমিকরা মাসিক সর্বসাকুল্যে ৪ হাজার ১ শ' টাকা পাবেন। একজন শ্রমিকের শিক্ষানবিশকাল হবে ছয় মাস। শিক্ষানবিশকাল শেষ হওয়ার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের শ্রমিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

খাতসংশ্লিষ্টদের তথ্যমতে, রপ্তানিমুখী বস্ত্র খাতে কর্মরত আছেন প্রায় ৬ লাখ শ্রমিক। এছাড়াও জামদানি, তাঁত, স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিল, টেরিটাওয়েল, হোম টেক্সটাইল মিলগুলোও এ খাতের মধ্যে পড়ে।

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় পদক্ষেপ

আইএলওর শুনানির তালিকা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে বাংলাদেশ

আইএলও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ন্যূনতম হার কমানো এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার পদক্ষেপ নেওয়ায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) শুনানির তালিকা থেকে বাংলাদেশের নাম বাদ গেছে। ফলে বিগত চার বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে (আইএলসি) বাংলাদেশের শ্রম অধিকার নিয়ে কোনো শুনানি হয় নি।

আইএলওর ১০৭ তম সভায় বাংলাদেশ শ্রম অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন সময় নেওয়া পদক্ষেপের কথা জানিয়ে যেসব প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, তা পর্যালোচনা করে আইএলসির মানদণ্ড প্রয়োগ বিষয়ক কমিটির (সিএএস) বৈঠকে শুনানির তালিকায় বাংলাদেশকে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ন্যূনতম হার ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সরকার ২০ শতাংশে নামানোকে সিএসির বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলা হয়েছে। এ ছাড়া রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) শ্রম আইনের অধীনে শ্রমিক সংগঠন ও স্থাপনা পরিদর্শনের দায়িত্ব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার পথে ইতিবাচক পদক্ষেপ মন্তব্য করা হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় কমিটির পরে বৈঠকে বাংলাদেশের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো আইন ও বিধি আকারে পরিমার্জন বা সংযোজন করা হয়েছে কি না, সেটা পর্যালোচনা করা হবে।

প্রসঙ্গত, রানা প্লাজা ধসের পর থেকেই বাংলাদেশের শ্রম অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি বড় পরিসরে আলোচনায় চলে আসে। এরপর থেকেই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলো শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে বলেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন সামনে রেখে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ন্যূনতম হার কমানো এবং ইপিজেডে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে তাগিদ দিচ্ছিল আইএলও। কারণ, শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার স্বার্থে সম্প্রতি নেওয়া পদক্ষেপগুলো সরকার গত নভেম্বরে পূরণের অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু সরকার তা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় আইএলওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পক্ষ এগুলো পূরণ করতে তাগিদ দেয়। এরপর সরকার আইন, পররাষ্ট্র, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়কে বিষয়গুলো দ্রুত সুরাহার তাগিদ দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৭ মে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি সভায় বিষয়গুলো সুরাহা করে তা কূটনীতিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের অবহিত করার সিদ্ধান্ত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিদেশি কূটনীতিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের ডেকে নতুন পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করে।

International Labour Organization

শিক্ষাবৃত্তি পাবে পোশাক শ্রমিকদের সন্তানরা

তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের মেধাবী ছেলে মেয়েদের পড়ালেখায় সহযোগিতা করবে সরকার। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪ দশমিক ৫ পেয়েছে এরকম ছাত্রছাত্রীরা বছরে ২০ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি পাবে। পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট দুই সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএভুক্ত কারখানার শ্রমিকদের ছেলে মেয়েরাই এ সুবিধা পাবে। এরই মধ্যে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য সংগঠন দুটির কাছে চিঠি পাঠিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় এ অর্থের জোগান দেওয়া হবে।

সংশোধিত শ্রম আইন অনুযায়ী, গত অর্থবছর থেকে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকের প্রতিটি চালানে মোট মূল্যের ওপর শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ হারে অর্থ কেটে রাখা হচ্ছে। এ অর্থ কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা হয়। সরকারের পক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মালিক এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি তহবিলটি পরিচালনা করছে। গত দুবছর তহবিলে ৯৬ কোটি টাকা জমা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

পোশাক শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করতেই এ প্রকল্প নিয়েছে সরকার। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৪ দশমিক ৫ পেয়ে উত্তীর্ণদের বৃত্তি দেওয়া হবে। আগামী বছর থেকে এইচএসসি এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, মেডিকেলে অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এ সুবিধা বাড়ানো হবে। তিনি জানান, এ বছর এক হাজার ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়ার পরিকল্পনা আছে সরকারের। সংখ্যায় বেশি হলেও সমস্যা হবে না।

বিল্‌স সংবাদ

বিল্‌স এর উদ্যোগে মহান মে দিবস উদযাপন

নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং শ্রমিকের অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার নিয়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হয়েছে মহান মে দিবস ২০১৮। বিল্‌স এবং এর বিভিন্ন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে ছিল সমাবেশ, শোভাযাত্রা, সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে বিল্‌স এর উদ্যোগে স্টল স্থাপন এবং সেখান থেকে নানা ধরণের সচেতনতামুলক প্রকাশনাও বিতরণ করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও কর্মী, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা, বিভিন্ন পেশাজীবী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও মিডিয়াকর্মী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এ সমস্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন।

গৃহশ্রমিক সমাবেশ: গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের উদ্যোগে এবং অক্সফাম বাংলাদেশের সহযোগিতায় ১ মে ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গৃহশ্রমিক সমাবেশ এবং র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের উপদেষ্টা আবুল হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী ও বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, নাগরিক উদ্যোগের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসাইন প্রমূখ। এছাড়া সমাবেশে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ২০০ গৃহশ্রমিক এবং সংগঠক এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারশন, মানবাধিকার সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে সমাবশে বক্তারা বলেন সরকার ইতোমধ্যে গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫ ঘোষণা করেছে। তারপরও

মহান মে দিবসে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিল্‌স এর তথ্য কেন্দ্র

গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখন বিষয়টিকে আইনের সুরক্ষায় এনে গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতন প্রতিরোধ ও তাদের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

সমাবেশ এবং র‍্যালিতে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের উদ্যোগে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

বিল্‌স তথ্য কেন্দ্র: বিল্‌স এর উদ্যোগে মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে ১ মে ২০১৮ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একটি ভ্রাম্যমান তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তথ্য কেন্দ্র থেকে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমিকের অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত লিফলেট, পোষ্টার, ব্রুশিয়ার এবং স্মরণিকা বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ স্টল থেকে শ্রম বিষয়ক প্রকাশনা সংগ্রহ করেন।

জাতীয় সেমিনার: মহান মে দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিল্‌স এর ব্যবস্থাপনায় 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজ সচেতনতা' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার ৩ মে ২০১৮ জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম। এছাড়া ঢাকা জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার অধিশাখার উপপরিচালক (উপসচিব) মোঃ জিয়াউল হক, বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন উপদেষ্টা আবুল হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক গওহর নঈম ওয়ারা, ব্লাস্ট উপ পরিচালক এড. মোঃ বরকত আলী, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর যুগ্ম সমন্বয়কারী চৌধুরী আশিকুল আলম, বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের সভাপতি কাজী আব্দুল হান্নান সহ বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল, অক্সফাম বাংলাদেশ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা গৃহকর্মীদের কর্মক্ষেত্রে মানবিক ঝুঁকির বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, এ ক্ষেত্রে শিশু গৃহশ্রমিকদের বিপদ সবচেয়ে বেশী, কেননা তাদের দীর্ঘ সময় কাজে নিয়োজিত রাখা হয়, ক্ষেত্রবিশেষে ঘরে আটকে রাখা হয় এবং তারাই সবচেয়ে বেশী নির্যাতনের শিকার হয়। তারা বলেন, গৃহশ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা কঠিন, তবে এটি বাস্তবায়নে ট্রেড ইউনিয়নসহ সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। বক্তারা শ্রম আইনের মধ্যে গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি আলাদা অনুচ্ছেদ যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও তুলে ধরেন। এ ছাড়া অপরাধ সংঘটিত হলে সে ক্ষেত্রে দ্রুত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দিয়ে তারা বলেন, যে সমস্ত বাসায় গৃহকর্মীরা কাজে নিয়োজিত সেখানে গৃহকর্তা/গৃহকর্ত্রীদের কাছে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ পৌঁছে দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বিল্‌স, মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, গৃহশ্রমিক সংগঠক ও গৃহশ্রমিক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

মে দিবস স্মারক বক্তৃতা ও কার্ল মার্কসের ২০০ তম জন্মদিন উদ্‌যাপন: মে দিবস ২০১৮ স্মারক বক্তৃতা ও মহামতি কার্ল মার্কসের ২০০ তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ২৯ মে ২০১৮ বিল্‌স সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। মে দিবসের দাবি প্রতিষ্ঠায় কার্ল মার্কসের ভূমিকার কথা তুলে ধরে সভায় বক্তারা বলেন শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া সভায় বিশ্বব্যাপী মে দিবসের চেতনা এবং বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা।

বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ এর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মনি সিংহ স্মৃতি ট্রাস্টের

জাতীয় সেমিনারে অতিথিদের সাথে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের নেতৃবৃন্দ

মহান মে দিবসের স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য রাখছেন মনি সিংহ স্মৃতি ট্রাস্টের সভাপতি শেখর দত্ত

সভাপতি শেখর দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান, বিল্‌স যুগ্ম মহাসিচব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন। বর্তমান শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনে কার্ল মার্কসের অবদানের কথা তুলে ধরেন শেখর দত্ত।

মে দিবসের চেতনায় ট্রেড ইউনিয়নের যুব নেতৃবৃন্দকে শ্রমিক আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন সমাজের যদি সামগ্রিক মুক্তি আনতে হয় তাহলে সামাজিক এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে তা না হলে মানুষের মুক্তি হবে না।

বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন এবং বাংলাদেশের তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সমানে চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম খান।

কিভাবে কার্ল মার্কসের কর্মময় জীবন এবং দর্শনে অনুপ্রাণীত হয়ে শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন তার বর্ণনা করেন রাজেকুজ্জামান রতন।

সভায় বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যুব নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিল্‌স-এফএনভি প্রকল্প মুল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স-এফএনভি প্রকল্প মুল্যায়ন সভা ৭ মে ২০১৮ টঙ্গীর আইআরআই ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এফএনভি প্রকল্পের নভেম্বর ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ পর্যন্ত কার্যক্রম শেষ হয়েছে। গাজীপুরে সাভার-আশুলিয়া ও টঙ্গী-গাজীপুর অঞ্চলের জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও ইন্ড্রাষ্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ যারা প্রকল্পের আওতায় ফাউন্ডেশন, ইন্টারমিডিয়েট ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন এমন নেতৃবৃন্দ নিয়ে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মনডিয়াল এফএনভির গ্লোবাল রিসার্চার জনাব রুনেল্ড মুসরেন্স, ইনোভেশন এর সদরুদ্দিন ইমরান ও কনসালট্যান্ট সহিদউল্ল্যা, বিল্‌স এফএনভি প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার মো: সায়েদুজ্জামান মিঠু ও চৌধুরী বোরহান উদ্দিন । সভায় মোট ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে ৪ জন নারী ১১ জন পুরুষ।

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন উপলক্ষে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক এজেন্ডার উপর পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

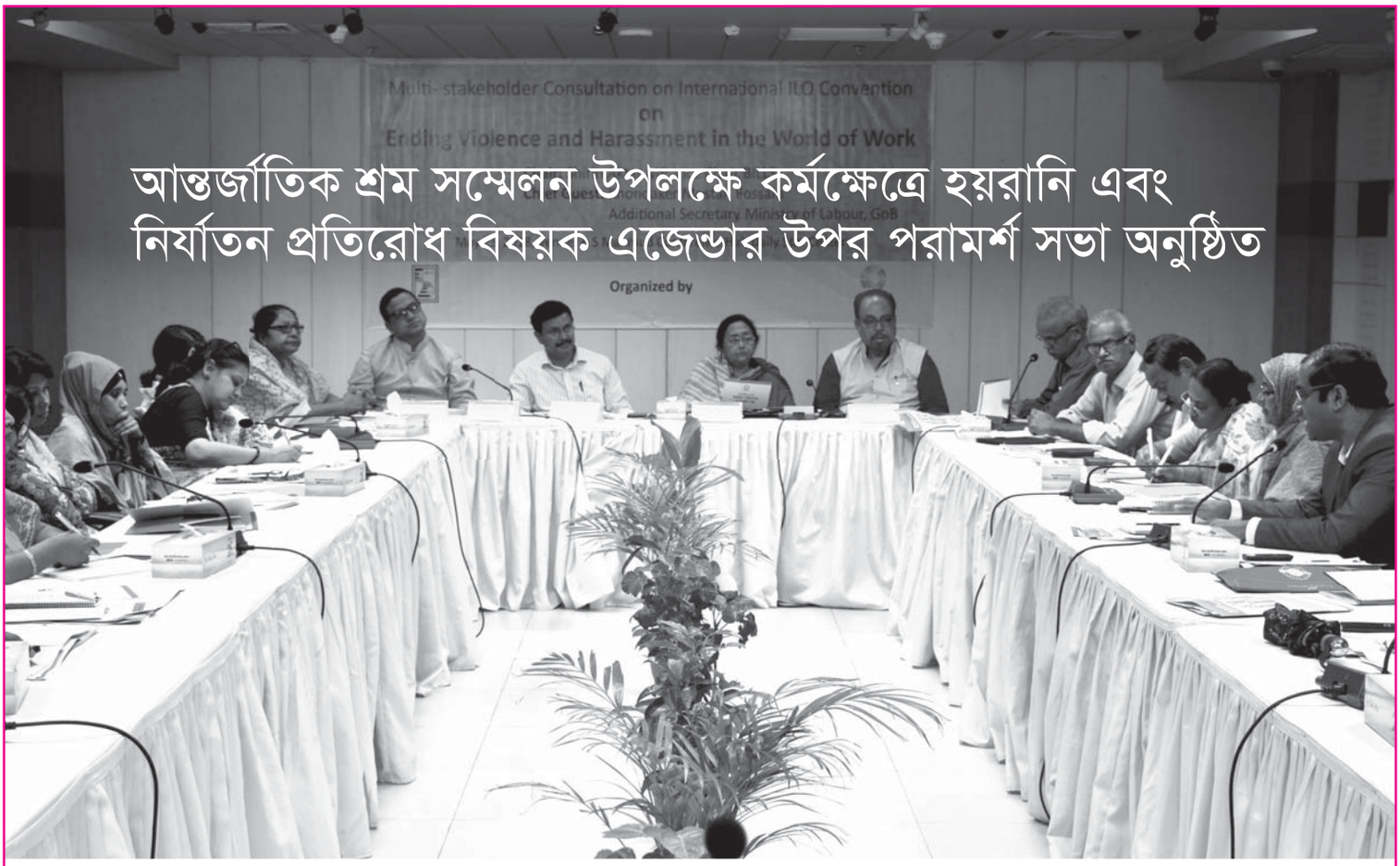

বিল্‌স ও কেয়ার বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও'র ১০৭তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক এজেন্ডার উপর পরামর্শ সভা ২৩ মে, ২০১৮ দি ডেইলি ষ্টার সেন্টারের এ.এস.এম মাহমুদ কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

আইএলও সম্মেলনে কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের উপর হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিরোধের মানদন্ড নির্ধারণের আলোচনায় বাংলাদেশ সরকার, মালিক এবং শ্রমিক পক্ষের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত যে প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করবেন তাদের কাছে শ্রমিক সংগঠন এবং বেসরকারী সংস্থার সুপারিশ তুলে ধরার লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান শিরীন আখতার এমপির সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ এর সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খোন্দকার মোস্তান হোসাইন।

মূল প্রবন্ধে কেয়ার বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক পরিচালক হুমায়রা আজিজ বলেন, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও নির্যাতন প্রতিরোধে সব খাতের নারী ও পুরুষ কর্মীকে নির্দিষ্টভাবে আইএলওর সনদে থাকতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে সুরক্ষা ব্যবস্থা থেকে অনেকে বাদ পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া শ্রম সংগঠনের ভূমিকার বিষয়টি স্পষ্ট থাকা দরকার। বিদেশী ক্রেতাদের দায়দায়িত্বের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসার সময় হয়রানির শিকার হলে ক্ষতিগ্রস্তরা কোথায় অভিযোগ করবে সেটি নির্দিষ্ট করা দরকার। আক্রান্তকে সহজেই চিহ্নিত করা যায় কিন্তু আক্রমনকারীকে সহজে চিহ্নিত করা যায় না।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশ হলে আইএলওর অনেক কনভেনশন বাস্তবায়নে অগ্রগতি দেখাতে হবে। নতুন করে হয়রানি ও নির্যাতন বিষয়ক কনভেনশন হলে সেটি বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্বও বাড়বে।

স্কপের যুগ্ম সমন্বয়কারী শুক্কুর মাহমুদ বলেন, শিল্পপতিরা আইন বুঝতে চান না। তারা আইন মানতেও চান না। অন্যদিকে আইএলসির সভায় আমরা কী বলবো তা মালিকেরা ঠিক করে দিতে চান।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, কর্মক্ষেত্রে কর্মী নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধে দেশীয় নিয়োগদাতাদের পাশাপাশি বিদেশী ক্রেতাদের যুক্ত করতে হবে। এতে ক্রেতারা তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমে নির্যাতন ও হয়রানি বন্ধের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। এ বিষয়ে সব পক্ষকে আরো সচেতন হতে হবে। সর্বোপরি কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও নির্যাতনের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন কেয়ার বাংলাদেশের সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রবোধ দেবকাটা, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, মহিলা শ্রমিক লীগের সভাপতি রওশন জাহান সাথী প্রমূখ।

নেটওয়ার্ক সংবাদ

গৃহশ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার প্রত্যয় নিয়ে গৃহশ্রমিক সম্মেলন ২০১৮ অনুষ্ঠিত

সম্মেলনে অতিথিদের সাথে নবগঠিত জাতীয় গৃহশ্রমিক সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উদ্যোগে এবং অক্সফাম বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় 'গৃহশ্রমিক সম্মেলন-২০১৮' গত ৩০ জুন ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মানবাধিকার নেত্রী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এডভোকেট সুলতানা কামাল। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার নেত্রী ড. হামিদা হোসেন, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিলস এর উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ মোঃ আবু জাফর, যুগ্ম-মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ এর যুগ্ম সমন্বয়কারী নইমুল আহসান জুয়েল, জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন এর উপদেষ্টা আবুল হোসাইন প্রমূখ। এছাড়া সম্মেলনে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কভুক্ত মানবাধিকার সংগঠন ও জাতীয়ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও ঢাকা শহরের ১৯টি এলাকার গৃহশ্রমিক সংগঠিত করণের কাজে নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ এবং গৃহশ্রমিক প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, গৃহশ্রমিকের অধিকার মানবাধিকার, কিন্তু বর্তমান সময়ে সর্বত্রই এই অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। গৃহশ্রমিকদের উপর নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সংঘটিত হচ্ছে নৃশংস সব হত্যাকান্ড। সরকার ইতোমধ্যে গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা- ২০১৫ ঘোষণা করেছে। তবে বিষয়টিকে শ্রম আইন-২০০৬ এর আওতায় এনে গৃহশ্রমিকদের উপর নির্যাতন প্রতিরোধ ও তাদের মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা জরুরী বলে তারা উল্লেখ করেন। এছাড়া গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ শীর্ষক আইএলও কনভেনশন ১৮৯ অনুসমর্থনের জন্য তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সম্মেলনে 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সর্বোপরি তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নির্যাতন ও সহিংসতা বন্ধ এবং ন্যায্য মজুরি, ক্ষতিপূরণ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। বক্তারা গৃহশ্রমিকদের মর্যাদার বিষয়টি মাথায় রেখে তাদের বুয়া নামে সম্বোধন না করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খানকে সমন্বয়কারী করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় গৃহশ্রমিক সমন্বয় পরিষদ গঠন করা হয়।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সর্বনিম্ন ১৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণের দাবি

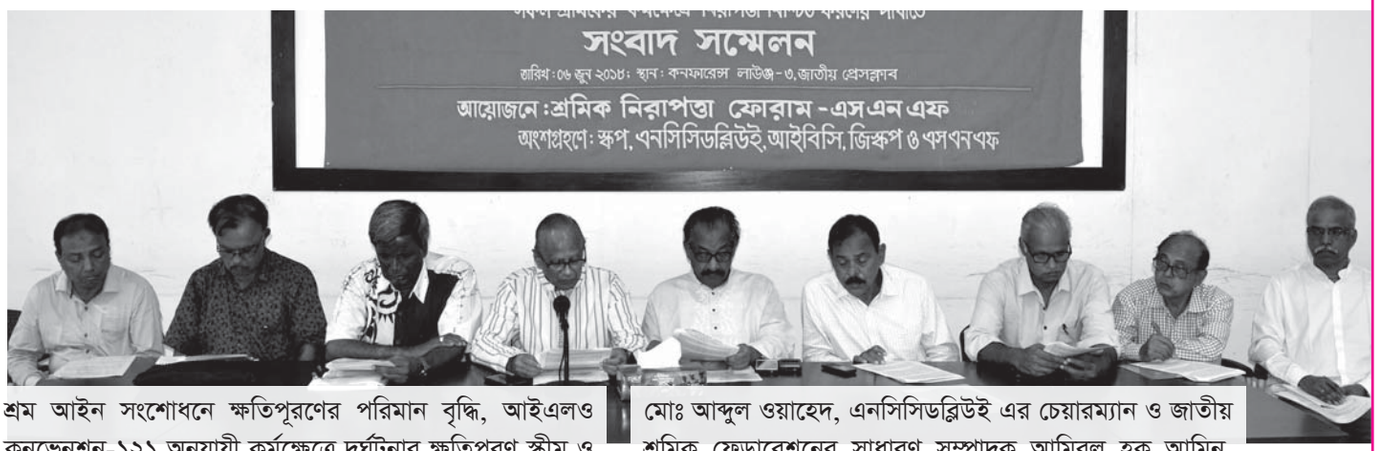

শ্রম আইন সংশোধনে ক্ষতিপূরণের পরিমান বৃদ্ধি, আইএলও কনভেনশন-১২১ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ স্কীম ও সামাজিক বীমা দ্রুত চালু এবং সকল শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দাবিতে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম-এসএনএফ এর উদ্যোগে এবং শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন (এনসিসিডব্লিউই), ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি), গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জিস্কপ), ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-ইনসাব, নির্মাণ শ্রমিক লীগ ও ট্যানারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এর অংশগ্রহণে গত ৬ জুন, ২০১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেনস লাউঞ্জ-৩ এ একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম আইনে ক্ষতিপূরণের মানদন্ড নির্ধারণ ও ক্ষতিপূরণের পরিমান সর্বনিম্ন ১৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা, সহজলভ্য ও স্বল্প মূল্যে 'সার্বজনীন সামাজিক বীমা স্কীম' চালু ও আইএলও'র প্রস্তাবিত 'কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ স্কীম' অনুমোদন করা, দেশের সকল শ্রমিককে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের সার্বিক নিরাপত্তা, ক্ষতিপূরণ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আর্থিক অনুদান প্রদানের আইনগত ভিত্তি তৈরি করার বিষয়ে দাবি জানানো হয়।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী ও বিল্‌স এর যুগ্ম মহাসচিব ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শাহ মো. আবু জাফর, মেজবাহউদ্দীন আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসাইন, সম্পাদক এ এম নাজিম উদ্দীন, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোটের সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, এনসিসিডব্লিউই এর চেয়ারম্যান ও জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক আমিন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল মহাসচিব তৌহিদুর রহমান, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সহ-সভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন ও সদস্য শামসুন্নাহার জোস্না, মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল্লাহ বাদল, সেফটি এন্ড রাইটস সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক সেকেন্দার আলী মিনা, আওয়াজ ফাউন্ডেশনের সভাপতি মমতাজ বেগম, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সমন্বয়কারী আবু আহমেদ ফয়জুল কবির ফরিদ, ব্লাস্ট এর উপ-পরিচালক (এডভোকেসি) এডভোকেট মাহবুবা আক্তার, পোশাক শিল্প শ্রমিক জোটের সভাপতি সরদার খোরশেদ, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ এবং প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর নাজমা ইয়াসমিন সহ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন (এনসিসিডব্লিউই), ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি), গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জিস্কপ) ও শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম-এসএনএফ, ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-ইনসাব, নির্মাণ শ্রমিক লীগ ও ট্যানারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এর নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, "সবার জন্য নিরাপদ, শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানবাধিকার ও শ্রমিক আন্দোলনের সম্মিলিত প্রয়াস" হিসেবে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম গঠিত হয়। সারা দেশে সকল শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম ধারাবাহিকভাবে সরকারের সাথে এডভোকেসি পরিচালনা, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সচেতনতা বৃদ্ধি, জনমত গঠন ও গবেষণা সহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

কনকর্ড টাওয়ারে ৩ নির্মাণ শ্রমিক নিহত হওয়ার তদন্ত দায়ীদের শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখছেন শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সদস্য সচিব সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

'শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম' এর উদ্যোগে ধানমন্ডির কনকর্ড টাওয়ারে ৩ জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ীদের শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ১১ জুন সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নির্মাণ শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্মাণের কাজ করেন কিন্তু কর্মস্থলে তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মস্থলে তাদের পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। নেতৃবৃন্দ বলেন, ধানমন্ডির কনকর্ড টাওয়ার ও সম্প্রতি মিরপুরে নির্মাণ শ্রমিক নিহত হওয়া ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে; দায়ীদের শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নির্মাণ ক্ষেত্রে পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার, ক্ষতিপূরণ ১৫ লাখ টাকা করা এবং শ্রমিকের জন্য সামাজিক বীমা চালু করার দাবি জানান তারা।

মানববন্ধনে সংহতি বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল হক আমিন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সদস্য সচিব ও বিল্‌স এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ এম ফয়েজ হোসাইন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের দপ্তর সম্পাদক শাহিদা পারভিন শিখা এবং জাতীয় টেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের যুব নেতৃবৃন্দ । এছাড়াও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও শ্রমিক অধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় সংহতি জ্ঞাপন করেন।

চট্টগ্রাম সংবাদ

চট্টগ্রামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ২য় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলা গত ৪-৫ মে ২০১৮ চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট হল চত্তরে অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিল্‌স সম্পাদক এ এম নাজিম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থল শুধু জীবনের ঝুঁকিই দূর করেনা, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতাও নিশ্চিত করে, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়। তাই শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. ফসিউল আলম, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব সিরাজুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক লীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মু. শফর আলী,

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলার উদ্বোধন করছেন চট্টগ্রামের সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের ডিআইজি মোঃ আব্দুল হাই খান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মু. শাহীন চৌধুরী, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ।

মেলায় ১৯টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়ে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম প্রদর্শন করে।

সেমিনারে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে পক্ষসমূহের করণীয়: প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বিল্‌স-এর উদ্যোগে ২য় "পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলা-২০১৮" চলাকালীন সময় "কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে পক্ষসমূহের করণীয়: প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম"-শীর্ষক এক সেমিনার ৪ মে ২০১৮ চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট হল চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, নির্মাণ, তৈরী পোষাক শিল্প, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, হেলথ-ডায়াগনষ্টিক, জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প সহ বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকেরা মারাত্বক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে। তারা আরও বলেন, শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে, পরিদর্শন বিভাগের নিষ্ক্রিয়তায়, মালিকপক্ষের গাফিলতি ও শ্রমিকের অসচেতনতার ফলে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর সার্বিক পেশাগত ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নানামাত্রিক ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ঝুঁকি উত্তরণে সকল পক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য সেমিনারে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

বিল্‌স নির্বাহী পরিষদ সম্পাদক ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এ এম নাজিমউদ্দিন-এর সভাপতিত্বে ও বিল্‌স প্রোগ্রাম অফিসার পাহাড়ী ভট্টাচার্য-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে জাতীয় ও স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ, তৃণমূল পর্যায়ের সেক্টর প্রতিনিধি, শ্রম দপ্তর ও এনজিও সংস্থার প্রতিনিধি ছাড়াও মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেন।

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক জোটের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র-চট্টগ্রামের জেলা সভাপতি তপন দত্ত, বিল্‌স নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, জাতীয় শ্রমিক লীগের পাহাড়তলী শিল্পাঞ্চল শাখার সভাপতি শফি বাঙালী, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের নন্দনকানন সাব স্টেশন ইনচার্জ আব্দুল মান্নান, সিইউএফএল-কর্মকর্তা কানন বড়ুয়া, বিএসআরএম-কর্মকর্তা আমান উল্লাহ, এনজিও সংগঠন সমূহের পক্ষে ইপসা-র প্রকল্প পরিচালক মো: আলী শাহীন, সংশপ্তক-এর লিড ট্রেইনার জয়নাব বেগম চৌধুরী ও অগ্রযাত্রার গুলজার বেগম, সেক্টর-ভিত্তিক শ্রমিক প্রতিনিধি যথাক্রমে হেল্‌থ এন্ড ডায়াগনিষ্টিক-এর আব্দুর রহিম, নির্মাণ-এর নুরুন নবী, নুরুল কবির স্বপন, শহীদুর রহমান, হেটেল-রেষ্টুরেন্ট এর মো: রফিক, জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পের আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ।

চট্টগ্রামে শ্রমিকদের অবস্থা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সভায় বক্তব্য রাখছেন টিইউসি চট্টগ্রামের সভাপতি তপন দত্ত

মহান মে দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে শ্রমিকদের অবস্থা বিষয়ক আলোচনা সভা ২৫ মে ২০১৮ হোটেল মিসকা'র সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স এলআরএসসি সেন্টার কোঅর্ডিনেটর ও বিল্‌স সম্পাদক এ এম নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মু. শাহীন চৌধুরী, টিউসি চট্টগ্রামের সভাপতি তপন দত্ত, বিএমএসএফ চট্টগ্রামের সভাপতি কাজী আলতাফ হোসেন, বিএলএফ চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নুরুল আবসার ভূইয়া, বিজেএসডি'র প্রতিনিধি শাহনেওয়াজ চৌধুরী, টিউইসি'র প্রতিনিধি ফজলুল কবির মিন্টু প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন একশত বছর আগের আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং ত্যাগের কারণে এখনকার দিনে সারা বিশ্বের শ্রমিকরা ন্যূনতম কর্মঘন্টা, ন্যূনতম মজুরি, বিশ্রাম এবং অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু দূভার্গজনক যে বাংলাদেশে শ্রম আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না থাকার কারণে শ্রমিকরা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমনকি কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য সেবা, ন্যূনতম মজুরী এবং অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং শ্রমিকদের বৃহত্তর কল্যাণে প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পেশা পরিচিতি: নির্মাণ শিল্প এবং নির্মাণ শ্রমিক

নির্মাণ শিল্পের পূর্বকথা ঃ নির্মাণ শিল্পের ইতিহাসই হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস। সভ্যতার বিকাশে নির্মাণ শিল্প একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে কাজ করেছে। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মানুষের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নগরায়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নির্মাণ শিল্পের প্রসার ঘটেছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে।

সভ্যতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে স্থায়ী বাসস্থান। আদিম মানুষ রোদ-বৃষ্টি-শীত হতে বাঁচবার জন্য গুহায় বাস করতো। খাদ্য সংগ্রহ কেন্দ্রীক এবং পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাদের স্থায়ী নিবাস ছিল না। পরবর্তীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশে নব্য প্রস্তরযুগে মানুষ বাড়ি করার জন্য ইট আবিষ্কার করতে শিখে। গুহাবাসী মানব থেকে যাযাবর, যাযাবর থেকে গ্রামের মধ্যে বসতি স্থাপন এবং পরবর্তীতে গ্রাম থেকে শহরে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ যখন বসবাস শুরু করলো তখন থেকেই 'শহুরে বসবাস' বা urbanization এর সূচনা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালে মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতায় নগরের বিকাশ দেখা যায়। মিশর ও মেসোপটেমীয়ায় নগর পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের প্রয়াস ছিল। এছাড়া ভারতে মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, গ্রীক বা রোমান সভ্যতার মত প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে মানব বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে নির্মাণ শিল্পের যে বিকাশ তা আজকের নির্মাণ শিল্পের বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাচীন সভ্যতার নগরায়ন কিংবা উন্নত বিশ্বের মত আজকের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও নগরায়নের বিস্তৃতির মধ্যে মিল হলো স্থানগুলোর গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে নগরায়নের বিস্তৃতি। শিল্পায়নের প্রভাবে উন্নত দেশগুলোতে নগরায়নের বিস্তার ঘটে যা একইভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা শিক্ষার জন্য শহরের সাথে যে যোগাযোগের বিস্তৃতি ও তার পরিসর বৃদ্ধি তা বিভিন্ন পেশার মানুষকে শহরের দিকে আকৃষ্ট করেছে। নগরাঞ্চলের বিস্তৃতি, অফিস আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সড়ক যোগাযোগ প্রভৃতি কাজের বিস্তারের ফলে বাংলাদেশে রাজধানীসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলাশহরগুলোতে নির্মাণ কাজ বেড়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, কাজের অভাব গ্রাম থেকে মানুষকে শহরের দিকে টানছে এবং শহরে কাজের পরিসরের বিস্তৃতির বিষয়টি শ্রমজীবী মানুষকে নির্মাণ পেশায় আসতে উৎসাহিত করেছে। প্রাচীনকালের নগরায়নের বিকাশ হতে শুরু করে বর্তমানকালের শিল্পায়ন, উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্মাণ শ্রমিকদের অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প ঃ বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পের ইতিহাস দীর্ঘ কালের হলেও প্রকৃত নগরায়নের বিকাশ হয় বৃটিশ শাসনের মাধ্যমে নদীর তীরে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জেলা সদরদপ্তরগুলোতে। এ সকল নতুন শহরগুলোতে গ্রামীন অবস্থা হতে তেমন ভিন্নতা না থাকলেও শহুরে ভাবের প্রভাব পড়তে থাকে। শিল্প কারখানাকে ঘিরে বস্তি গড়ে ওঠার বিষয়টি একদম নতুন একটি বিষয় যেখানে গ্রামীণ এলাকার হতদরিদ্র মানুষজন চাকুরি ও কাজের জন্য শহরে আসতে থাকে এবং মাথা গোঁজার ঠাই হিসেবে বস্তিতে থাকতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে নির্মাণ শিল্পের যে বিকাশ তার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। এক্ষেত্রে লাল বাগের কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, কার্জন হল, সংসদ ভবন, সচিবালয় এর মত স্থাপনাগুলো বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। অতীত স্থাপত্য হিসেবে পাহারপুর বৌদ্ধ বিহার, ময়নামতির সোমপুর বিহার, মহাস্থনগড় উলেখযোগ্য। মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ঢাকা ১৬০০ শতকের পর হতেই নগর হিসেবে বিকশিত হয়। মোহাম্মদ আজমের শাসনামলে ১৬৭৮ সালে লালবাগ দূর্গ নির্মিত হয়। ঢাকার নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে আরেকটি নিদর্শন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত আহসান মঞ্জিল ১৮৭২ সালে নির্মিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭-১৯৭১ সময় কালে নগরায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থাসমূহকে গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। নগরায়নের বিস্তৃতি ঘটলেও আলাদা বাড়িতে থাকার মানসিকতার তেমন পরিবর্তন হয়নি এসময়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ এর মাঝামাঝি সময় হতে ১৯৮৫ সময়কালে ঢাকা শহরে এপার্টমেন্ট জাতীয় বাড়ি তৈরি হতে থাকে এবং বর্তমানেও তা আরো বেশি বিস্তৃত হয়েছে। রিয়েল স্টেট ব্যবসা বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে নতুন প্রত্যয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার সামান্য কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছিল, যা শহুরে এলিটদের মডেল টাউন জাতীয় বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে তোলে। যমুনা নদীর উপর তৈরিকৃত দেশের সবচেয়ে বড় বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার এক নতুন দিগন্তকে সামনে আনে। তা যেমন কাজের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে তেমনি নগরায়নের বিকাশকে তরান্বিত করেছে।

নির্মাণ শ্রমিক: নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। ২০১৬-১৭ সালের শ্রম শক্তি জরিপ অনুযায়ী নির্মাণ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫.৬ মিলিয়ন ।

নির্মাণ শ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকদের বৃহৎ অংশই শহরে কর্মরত। এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শহরে কাজ করার হার বেশী। এ খাতে নারী শ্রমিকের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকের পরিমাণ বেশী। তবে দিন দিন নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এ খাতে বাড়ছে।

নির্মাণ খাতে শ্রম বিভাজনও মজুরি: শ্রমিকদের মধ্যে কাজের ধরণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্মাণ খাতের শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে। যেমন: রাজমিস্ত্রিদের (যারা সাধারণত বিল্ডিং তৈরির কাজ করেন) মধ্যেও কাজের ভিত্তিতে সহকারীদেরকে যোগালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রং এর কাজেও একই ধরণের অবস্থা দেখা যায়। মূল মিস্ত্রির পাশাপাশি সহযোগী হিসেবেও কাজ করে। নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে রাজ মিস্ত্রি, যোগালী, রং মিস্ত্রি, রাস্তার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক, ইট-পাথর ভাঙ্গা, মাটি কাটা, স্যানিটারি, মোজাইক এবং পাইলিং শ্রমিকরা রয়েছে।

নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা: নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিনত হয়েছে। এ কাজে দুর্ঘটনা যেন কাজের প্রকৃতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। আর এই দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতার অভাব, মালিকপক্ষের উদাসীনতা শ্রমিকদের নানা ধরণের বিপদে ফেলে দেয়। বিল্স এর সংবাদপত্র জরিপে কর্মস্থলে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিনিয়ত নির্মাণ শিল্পে দুর্ঘটনা এবং শ্রমিক মৃত্যুর হার বাড়ছে। দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে ওপর থেকে পড়ে অঙ্গহানি হওয়া, মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু হওয়া, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু, মাটি বহনকারী গাড়ি দুর্ঘটনা, অগ্নিদগ্ধ হওয়া, চোখে আঘাত লাগা, অন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথায় আঘাত পাওয়া, হাত, পা কেটে, ভেঙ্গে যাওয়া, আবদ্ধ গ্যাসে মৃত্যু ইত্যাদি।

সংগঠন পরিচিতিঃ ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন

ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন ২০১২ সালের জুনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৪০ টি দেশের প্রায় ৫০ মিলিয়ন শ্রমিক প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব করে। ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, শক্তিশালী এবং গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন, সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য। শ্রমিকদের সংগঠিত করা, তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সারা বিশ্বে যৌথ দরষাকষির জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জোরদার করার জন্য কাজ করে।

ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক স্তরে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনা করে কাজ করে থাকে। এটি মুক্ত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে জীবনযাত্রার মান, কর্মপরিবেশ, মজুরি, কর্মসংস্থান এবং অবসর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কাজ করে। এছাড়া সারা বিশ্ব জুড়ে ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য মানবাধিকার, স্বাধীনতা, শান্তি, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে লড়াই করে।

তিনটি সাবেক গোবাল ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের সম্মিলিত রূপ হল ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন:

- আইএমএফ, ইন্টারন্যাশনাল মেটালওয়ার্কার্স ফেডারেশন
- আইসিইএম, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব কেমিক্যালস, এনার্জি, মাইন এন্ড জেনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নস
- আইটিজিএলডবিউএফ, ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল, গার্মেন্ট এন্ড লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

ইন্ডাস্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের সহযোগী অনেকেই ইন্ডাস্ট্রিঅল-ইউরোপিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন এর সদস্য, দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এই দুইটি প্রতিষ্ঠান একই উদ্দেশ্যে একই বিষয়ে কাজ করে।

এক নজরে ইন্ডাষ্ট্রিঅল

প্রতিষ্ঠিত হয়	: জুন ২০১২
সদস্য দেশ	: ১৪০
সভাপতি	: জর্গ হোপম্যান
সাধারণ সম্পাদক	: ভল্টার সানচেজ
ওয়েবসাইট	: www.industriall-union.org

কৌশল

ইন্ডাস্ট্রিঅল, একটি আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন কনফেডারেশন, যা একশ চলিশটি দেশের প্রায় ছয়শ ইউনিয়নসমূহের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল :

- শ্রমিক অধিকার রক্ষা করা
- ইউনিয়নকে শক্তিশালী করা
- বৈশ্বিক মূলধন মোকাবেলা
- অনিশ্চিত কাজের জন্য আন্দোলন
- টেকসই ইন্ডাস্ট্রিঅল নীতির জন্য প্রচারণা

প্রতিষ্ঠানের কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আন্তর্জাতিক কোম্পানি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যেখানে বিভিন্ন দেশের ইউনিয়ন কর্মীরা যারা একই কোম্পানিতে কাজ করেন তারা একত্রে মিলিত হতে এবং কৌশলসমূহ নিয়ে মতবিনিময় করতে পারবেন।

ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়ন বাংলাদেশে ইন্ডাষ্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস, চামড়া, পাদুকা শিল্প, টেক্সটাইল শিল্পের শ্রমমান, কর্মপরিবেশ, মজুরি, নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে কাজ করে।

বাংলাদেশ অ্যাকর্ড

ইন্ডাস্ট্রিঅল, গার্মেন্ট ও টেক্সটাইল ক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। রানা প্লাজা শিল্প বিপর্যয়ের পরবর্তী সময়ে, যখন একটি ভবন ধসে ১,১৩৪ জন মানুষ মারা যায়, তখন ইন্ডাস্ট্রিঅল ও ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়ন বাংলাদেশ এ্যাকোর্ডের সাথে মধ্যস্থতা করে। বাংলাদেশে গার্মেন্ট ও টেক্সটাইল এর জন্য আইনত নিরাপত্তা ও পরিদর্শনের একটি মিলিত প্রক্রিয়া হল এ্যাকোর্ড। বাংলাদেশে গড়ে ওঠা ২০০ টির বেশি ব্র্যান্ডের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় এ্যাকোর্ড। ২০১৭ সালে চুক্তিটি নবায়ন করা হয়।

লিভিং ওয়েজ ক্যাম্পেইন

নিম্নমানের মজুরি শ্রমিকদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, গত দুই বছরে কম্বোডিয়ায় হাজার হাজার অপুষ্ট শ্রমিক হতাশ হয়ে পড়েছে এবং বাংলাদেশে শ্রমিকদেরকে দিনে এক ডলারের বিনিময়ে বেঁচে থাকার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে।

আফ্রিকা থেকে এশিয় ও ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি একটি বৈশ্বিক ইস্যু এবং শোভন কাজ আলোচ্যসূচির মধ্যে কেন্দ্রীয় বিষয়। ইন্ডাস্ট্রিঅল এর সহযোগীদের মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে।

গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টস

বৈশ্বিক পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে জিএফএএস এবং বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ পরিচালনার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার কাজ করে। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত অভ্যাসসমূহ এবং একটি কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজের নীতিমালার মান নিশ্চয়তায় সর্বোচ্চ সেই মানদন্ড দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করে ইন্ডাস্ট্রিঅল যে মানদন্ড প্রত্যেকটি দেশে বিদ্যমান।

বহুজাতিক কোম্পানিসমূহ বিশেষত উদাহরণস্বরূপ ভক্সওয়াগন, ইনডিটেক্স, গামেসা, সিমেন্স ও এ্যাংলোগোল্ড এর সাথে জিএফএএস স্থাপন, মূল্যায়ন ও উন্নয়নের বিষয়টিকে ইন্ডাস্ট্রিঅল গুরুত্ব দেয়।

ইন্ডাষ্ট্রিঅল গ্লোবাল ইউনিয়নের ৬০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি রয়েছে। এছাড়া এশিয়া প্যাসিফিক, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং ইউরোপে অঞ্চল ভিত্তিক কমিটি রয়েছে।

শিশুরা শ্রমের হাতিয়ার নয়, জাতির ভবিষ্যত

মামুন অর রশিদ

আরমান হোসেন, বয়স ১৩ বছর। যে বয়সে তার কাঁধে থাকার কথা ছিল বই, খাতা আর কলম ভর্তি ব্যাগ, সেই বয়সে তার কাঁধে উঠেছে সংসারের বোঝা আর হাতে গ্যারেজের গাড়ি ঠিক করার যন্ত্রপাতি। আরমানের মত এমন হাজারো শিশু রয়েছে আমাদের চারপাশে, স্কুল কিংবা খেলার মাঠের পরিবর্তে বিভিন্ন কল করাখানা হয়েছে যাদের নিত্যদিনের ঠিকানা। নিজের এবং পরিবারের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করার মধ্যেই যাদের জীবনের লক্ষ্য পরিসীমিত। আর তাই আজ তাদের হাতে বইয়ের পরিবর্তে যন্ত্রপাতি।

প্রতিনিয়ত দেশে অব্যাহতভাবে শিশুশ্রম বাড়ছে। দেশের বিভিন্ন কলকারখানা, বাসাবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সব জায়গায়ই এখনও বেআইনিভাবে শিশুদের নিয়োগ দেয়া হয়। শিশুশ্রম বন্ধে কঠোর আইন থাকলেও তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। গণমাধ্যমেও এ নিয়ে বিস্তার লেখালেখি হলেও টনক নড়ছে না সংশ্লিষ্টদের। ওয়েল্ডিং কারখানা, গাড়ির গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ, বিভিন্ন পরিবহনসহ ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন কাজে শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। বড় বড় কলকারখানা, পোশাকশিল্প থেকে সবখানেই শিশুশ্রমিক চোখে পড়ে।

বিভিন্ন দেশে আর্থসামাজিক অবস্থার ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের ভিন্নতা, প্রকৃতি ও পরিবেশের ভিন্নতার কারণে দেশে দেশে শিশুর বয়স নির্ধারণে কিছুটা পার্থক্য আছে । আবার একই দেশে কাজের ধরণ ও কাজের পরিবেশের কারণে শিশুর বয়স নির্ধারণে পার্থক্য রয়েছে। যেমন জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ(১৯৮৯) অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সব মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে। আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুযায়ী ১৫ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে, কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১৮ বছরের নিচের বয়সের মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের সংবিধানে অনুযায়ী আঠারো (১৮) বছরের কম বয়সী সকল বাংলাদেশী ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে এবং চৌদ্দ (১৪) থেকে আঠারো (১৮) বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে কিশোর/কিশোরী হিসেবে গণ্য করা হয়। স্কুল চলাকালীন সময় চৌদ্দ (১৪) বছরের নিচে কোন শিশুকে তার পরিবারের লিখিত অনুমতি ছাড়া উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ দেয়া বা কাজ করিয়ে নেয়াকে শিশুশ্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথবা শিশু শ্রম বলতে শিশুদের শ্রমের সময় প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কাজে এবং পরোক্ষভাবে গার্হস্থ্য শ্রমে ব্যয় করাকে বোঝায়।

প্রচলিত আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম বয়সে কাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিকই শিশু শ্রমিক। বিশেষজ্ঞদের মতে

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে শিশুর জন্য শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর এবং শিশুর প্রয়োজন ও অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বঞ্চনামূলক শ্রমই শিশু শ্রম ।

জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৩৪ লাখ শিশু নানা ধরণের শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে অন্তত ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশুই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এক শ্রেণীর স্বার্থ লোভী মানুষ দারিদ্রের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শিশুদের দ্বারা কাজ করায়। কেননা এ সকল শিশুদের শ্রমের মূল্য খুবই নগন্য।

শিশুদেরকে বেতন, মুনাফা বা বিনাবেতনে কোন পারিবারিক খামার, উদ্যোগ বা সংস্থায় কাজের জন্য নিয়োগ করা শিশু শ্রমের আওতায় পড়ে। এটিকে শোষণমূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অনেক দেশই এটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন বেশিরভাগ পরিবারকে তাদের সন্তানদের উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করতে বাধ্য করে।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম আইনগতভাবে নিষিদ্ধ নয়। ২০০৬ সালের শিশু সনদে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিশুশ্রম আইনে কারখানায় ১৮ বছরের কম বয়সের শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শিশুদের কাজ হলো লেখাপড়া আর খেলাধুলা করা। কিন্তু আমাদের দেশে শিশুদেরকে লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত করে অনেক অভিভাবক তাদের দিয়ে সাংসারিক কাজ করান। অনেক জায়গায় দেখা যায়, শিশুদের শ্রম বিক্রি করে অভিভাবকরা টাকা রোজগার করেন। এ কারণে তাদের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়।

শিশুশ্রম ও শিশুর কাজ এক নয়। যে কাজ শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেটা শিশুশ্রম। শিশু তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে কিছু কাজ করতেই পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিশুশ্রম কেন ক্ষতিকর? কাজ করবে এর মধ্যে আবার ক্ষতির কী আছে? ক্ষতিটা আসলে শিশুর মানসিক এবং শারীরিক। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুরা মূলত কাজ করে এমন সব প্রতিষ্ঠানে যেগুলোর আনুষ্ঠানিক তেমন কোনো ভিত্তি নেই। এ সব প্রতিষ্ঠানে কাজের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই, নিয়মকানুন মানার বিধিনিষেধ নেই, কোনটা শিশুর জন্য ক্ষতিকর তা বিবেচনার ব্যবস্থা নেই। তারা এমন সব কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে যেগুলো তাদের বয়সে করার কথা স্বাভাবিক অবস্থায় ভাবাই যায় না। এমন পরিবেশে কাজ করে শিশুরা অল্প বয়সেই বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ে যায়। পরিশ্রমের ক্লান্তির কারণে, পর্যাপ্ত সময় না থাকায় লেখাপড়া থেকে কার্যত ছিটকে পড়ে। আর শিশুদের বৃদ্ধির যে স্বাভাবিক পন্থা, সেই পন্থা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

> প্রচলিত আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম বয়সে কাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিকই শিশু শ্রমিক। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে শিশুর জন্য শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর এবং শিশুর প্রয়োজন ও অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বঞ্চনামূলক শ্রমই শিশু শ্রম ।

অন্যদিকে শিশুশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে শিশুরা প্রতিনিয়তই নিগ্রহেরও শিকার হচ্ছে। গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র আমরা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার দেখেছি। আমরা এসব নির্যাতন দেখেছি বা সংবাদপত্রের পাতায় পড়েছি বলে আঁতকে উঠছি, কিন্তু এ রকম হয়ত আরো অনেক গৃহকর্মী প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হয়ে বেড়ে উঠছে, যাদের দেখার কেউ নেই। শিশুশ্রম বন্ধ না হলে এমন নির্যাতন অব্যাহত থাকবে কিংবা বেড়ে যাবে বলেই আমার ধারণা ।

আবার শিশুশ্রমের কিছু কারণও আছে। শিশুশ্রমের জন্য বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য একমাত্র কারণ নয়। আমাদের মানসিকতাও এর জন্য দায়ী। আমরা কিছু মানুষ মনে করি, ওরা দরিদ্র। ওদের সমস্যা আছে। তাই ওরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবেই। শিশুশ্রম সস্তা হওয়ায় শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাদের নির্বিচারে খাটায়। এমনকি নানাভাবে নির্যাতনও করে, ফলে প্রতিদিনই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত শিশু শ্রমিকরা। অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে অকালে প্রাণও হারাচ্ছে অনেক শিশু। সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়ই শিশু শ্রমিকের উপর নির্যাতনের খবর আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখি শিশুশ্রমের পেছনে অভিভাবকদের অসচেতনতা যেমন দায়ী তারচেয়ে বড় দায় থাকে দারিদ্রতা,

কর্মহীনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। দেশে এ বিষয়ে আইন থাকলেও তাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা তথা পরিবারের দুর্বলতা এবং ঘটনা গোপন থাকায় অনেক সময়ই বিচার হয় না। আমাদের এ ধরণের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে শতভাগ শিশুশ্রম মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহারের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় ২৮৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে সম্প্রতি নতুন করে কর্মপরিকল্পানা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় পর্যায় থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে একটি কমিটি কাজও করছে।

তবে বিভিন্ন সেক্টরে বেশকিছু উলেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও অনেক সেক্টরকে এখনো শিশুশ্রম মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হলেও দৃষ্টির অগোচরে দেশে অনেকগুলো সেক্টর আছে যেখানে শিশুশ্রম অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং শিশুশ্রম নিরসনে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে একযোগে মনোনিবেশ করতে হবে যাতে বাংলাদেশে শিশুশ্রম শূন্যের কোটায় নেমে আসে। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সর্বপ্রথম জনসচেতনতামুলক কার্যক্রমটি এমন পর্যায়ে নিতে হবে যাতে বাংলাদেশে প্রত্যেকটি নাগরিকের কাছে শিশুশ্রম একটি ঘৃণ্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও শিশুরা কেন শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে তার কারণগুলো আরো ব্যাপকভাবে খুঁজে বের করতে পর্যাপ্ত গবেষণামুলক কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। কারণ শিশুশ্রম নিরসনে নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক কারণগুলো চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরী।

অমাদের শিশুশ্রম বন্ধে প্রকৃত সমাধান বের করতে হবে। নির্দিষ্ট খাত থেকে শিশুশ্রম মুক্ত করার পর সেসব শিশুদের পড়ালেখায় সম্পৃক্ত করতে হবে। অন্যথায় এসব শিশুরা আবোরো অন্যান্য খাতে শ্রমে নিযুক্ত হয়ে পড়বে। একান্তই যদি কোনো পরিবারকে শিশুর আয়ের ওপর চলতে হয়, তাহলে সেই পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। পরিবারের কর্মক্ষম অভিভাবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, শিশুদের ফ্রি চিকিৎসা ও লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন অর্থাৎ প্রতিটি পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াও শিশুদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যদি পথশিশুসহ কর্মরত শিশুদের কল্যাণে প্রাথমিক পর্যায়ে কারিগরি ও কৃষি শিক্ষা প্রদান করতে পারে তাহলে এসব শিশু অল্প মজুরিতে শ্রম বিক্রি না করে স্বাবলম্বী হতে পারবে। ওদের কারিগরি ও কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে শহরের বস্তিসহ গ্রামে কারিগরি শিক্ষা প্রদানে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। শিশু শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের কোনো প্রকার অপচয় কঠোর হাতে দমন করতে হবে। এ ব্যাপারে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। এ শ্লোগানকে সামনে রেখে শিশুকে ভবিষ্যতের জন্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তার বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিশুরা যাতে হেসে-খেলে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের আইনেই আছে ১৪ বছরের কম বয়সিদের কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না আমি মনে করি, এই আইনের প্রয়োগ করতে হবে কঠোরভাবে। এখানে সরকারের দায়িত্ব অনেক। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে শিশুশ্রম বন্ধ করে সেসব শিশুকে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, তাদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে, বিনিয়োগ করতে হবে।

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ জনশক্তি, আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক এবং দেশের কর্ণধার। শিশুই আমাদের আশা ভরসা। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। দূর করতে হবে নানা কুসংস্কার। যে শিশু আগামীর নাগরিক, সে শিশুর জীবন যদি অরক্ষিত হয়ে যায় তবে আমাদের গোটা সমাজই বিপন্ন হয়ে পড়বে। অতীত যেমন আমাদের মাঝে বেঁচে আছে। আমরাও বেঁচে থাকবো ভবিষ্যতের মাঝে। শিশুদের হাতেই জাতির উন্নয়ন সম্ভাবনার চাবিকাঠি তাই শিশুদেরকে গড়ে তুলতে হবে আমাদেরই। শিশুরা জাতির সেরা সম্পদ। আজ যারা শিশু, আগামীকাল হবে তারাই দেশ গড়ার সৈনিক। বলা হয় শিশুরা শ্রমের হাতিয়ার নয়, জাতির ভবিষ্যত; শিশুদের হাতে ভিক্ষার থলে নয়, চাই বই ও কলম। শিশুকে তার প্রাপ্য পূর্ণ অধিকার দিয়ে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে কলঙ্কমুক্ত হবে আমাদের সমাজ ও সামাজিক বৈষম্য।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১১টি সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসনের উদ্যোগ

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের ১১ টি শিল্প সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিশ্ব শিশুশ্রম নিরসন দিবস উপলক্ষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে এক আলোচনা সভায় এ কথা জানান প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিদর্শক মো. সামছুজ্জামান ভূইয়া।

'প্রজন্মের জন্য নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১২ জুন ২০১৮ পালিত হয়েছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস।

দেশের তৈরি পোশাক শিল্প ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে শতভাগ শিশুশ্রম মুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মহাপরিদর্শক মো. সামছুজ্জামান ভূইয়া বলেন, সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহারের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় ২৮৫ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে সম্প্রতি নতুন করে কর্মপরিকল্পানা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় পর্যায় থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে কমিটি কাজ করছে।

তিনি জানান, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১১টি সেক্টরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুশ্রম নিরসনের ব্যাপারে ডাইফ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো। সেক্টরগুলো হলো অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, সাবান, প্লাস্টিক, কাঁচ, স্টোন ক্রাসিং, স্পিনিং, সিল্ক, ট্যানারি, জাহাজ ভাঙ্গা, তাঁত।

শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহা-পরিদর্শক ড. আনোয়ার উল্যাহর নেতৃত্বে শ্রমিক, মালিক, সরকার, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির (বিএনডবিউএলএ) নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, শিশুশ্রম বন্ধের কমিটমেন্ট শিশু শ্রমিকদের পরিবার থেকে আসতে হবে। এজন্য শিশু শ্রমিকদের পরিবারকে শিশুশ্রম বন্ধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বিল্‌স, অপরাজেয় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) প্রতিনিধিগণ ।

গাজীপুরে মাল্টিফ্যাবস গার্মেন্টসে বয়লার বিস্ফোরণে শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা পরবর্তী ঘটনাস্থল পরিদর্শন প্রতিবেদন

গত ৩ জুলাই'১৭ সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৭ টায় গাজীপুর জেলার কাশিমপুরের নয়াপাড়া এলাকার মাল্টিফ্যাবস পোশাক কারখানায় ভয়াবহ বয়লার বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৩ জন শ্রমিক নিহত এবং ৪৭ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে পথচারী এবং অন্য গার্মেন্টসের শ্রমিকরাও রয়েছে। ঘটনার পর থেকে ৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ও উদ্ধারকর্মীরা বিধ্বস্ত কারখানার হতাহতদের খোঁজে ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ করছিলেন। কারখানার ধ্বংসস্তুপ থেকে সকল নিখোজ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার শেষে মঙ্গলবার রাত ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধারকাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

ঘটনার বিবরণ:

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কাশিমপুর নয়াপাড়া এলাকাস্থিত মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড নামের পোশাক কারখানাটি ৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার খোলার কথা ছিল। তবে ৩ জুলাই'১৭ সোমবার ডায়িং ইউনিটের বয়লার সেকশনটি চালু করা হয়। কারখানার চারতলা ভবনের নিচতলার ডায়িং ও ফিনিশিং সেকশনে এবং দ্বিতীয়তলার নিটিং সেশনে ৮০-৯০ জন শ্রমিক কাজ করছিল। এ ভবনসংলগ্ন একটি টিনশেডে ৭ টন ও ১০ টনের দুটি বয়লার ছিল। ঘটনার দিন সকালে এ বয়লার দুটি চালু করা হয়। সন্ধ্যা সোয়া ৭ টার দিকে ৭ টনের বয়লারটি হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতে কারখানার একটি চারতলা ভবনের নিচতলা ও দ্বিতীয়তলার দুই পাশের দেয়াল, দরজা-জানালা ও মেশিনপত্র উড়ে যায় এবং দুমড়ে-মুচড়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও ভেঙ্গে পড়া কাঠামোর নিচে চাপা পড়ে এবং বিস্ফোরিত বয়লারের টুকরোর আঘাতে অনেকে হতাহত হয়।

বিস্ফোরণের ফলে এমা গার্মেন্টস, ইসলাম গ্রুপের ইউনিট-২, তাসনিয়া ও মৌরিশাস গার্মেন্টসসহ আশপাশের কারখানার ভবনগুলো কেঁপে ওঠে এবং জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যায়। বিস্ফোরিত বয়লার টুকরো টুকরো হয়ে অন্তত ৫০০ গজ দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। এক শ্রমিকের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ২০০ গজ দূরে এক ভবনের চালের ওপর পড়ে। এছাড়াও নিহত আরও কয়েক শ্রমিকের ছিন্নভিন্ন দেহ ঘটনাস্থলে পড়ে থাকে। ঘটনার পরপরই ওই এলাকায় বিদ্যুত ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়রা এগিয়ে এসে হতাহতদের উদ্ধার করে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কোনাবাড়ি, কাশিমপুর, সাভার ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পাঠাতে থাকে। খবর পেয়ে জয়দেবপুর, কালিয়াকৈর, টঙ্গী ও সাভার ইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ শুরু করে। হতাহতদের সন্ধানে ঘটনার পর থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

ঘটনাস্থলে সরজমিনে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, ডায়িং ইউনিট ও চারতলা বয়লার ভবন পুরোটাই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। ভবনের পিলার, বিম, দেয়াল, লোহার পাইপ, দরজা-জানালা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ধ্বংসস্তুপ অপসারণ ও নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজে তলাশি করছে। বিধ্বস্ত ডায়িং ইউনিটের পাশেই কারখানার গার্মেন্ট ভবন। বিস্ফোরণে আটতলা গার্মেন্ট ভবনের সব দরজা-জানালার কাঁচ উড়ে গেছে। একই অবস্থা পাশের আরেকটি গার্মেন্টের।

হতাহতের বিবরণ:

ঘটনার রাতে কারখানার ভেতরের ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করা হয় ৬ জনের লাশ এবং আহতদের মধ্যে ৩১ জনকে স্থানীয় শরীফ মেডিকেলে ও ১৬ জনকে কোনাবাড়ী ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। পরে আহতদের মধ্যে আরও তিনজন মারা যায়। ঘটনার পরদিন ৪ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার সকালে ধ্বংসস্তুপ থেকে ক্ষতবিক্ষত আরও

একজনের বিকৃত লাশ এবং বিকেলে আরও ৩ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহতদের সবার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিস্ফোরণের ঘটনায় মোট ১৩ জন শ্রমিক নিহত এবং ৪৭ জন আহত হয়। ঘটনায় আহতদের মধ্যে গুরুতর আহত রোকন (২৫) ও কামরুল ইসলাম (৩২) নামে দুইজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাকিরা গাজীপুরের কোনাবাড়ির একটি ক্লিনিক, শরীফ মেডিকেলে ও তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

ফায়ার সার্ভিসের বক্তব্য:

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ওই কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ হওয়ার খবর পান। খবর পাওয়ার পরপরই স্থানীয়দের সহায়তায় আহত ও নিহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাত ৮টার দিকে জয়দেবপুর, কালিয়াকৈর ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ১১ টি ইউনিট উদ্ধার কাজ শুরু করে।

জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের ইন্সপেক্টর মোঃ শাহিন মিয়া জানান, বৃষ্টির কারণে উদ্ধার কাজে বিঘ্ন হয়। এ কারণে ২ জুলাই সোমবার রাত ১টার পর উদ্ধার কাজ স্থগিত রাখা হয়। ৪ জুলাই মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাস্থলে গাজীপুর ও কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট উদ্ধারকাজ শুরু করে। সকাল সোয়া ৮টার দিকে ভবনের ধসে যাওয়া অংশের নিচ থেকে আরশাদের এবং বিকেল ৫টার দিকে মাসুদ রানার লাশ দেয়ালের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়। নিখোঁজ সব শ্রমিকের লাশ পাওয়ায় রাত ১০ টার দিকে উদ্ধার কাজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ভবনের ধসে যাওয়া বাকি অংশের ব্যবস্থাপনা কারখানা কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে করবে।

পুলিশের বক্তব্য:

৪ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গাজীপুরের এসপি হারুন-অর-রশিদ। তিনি জানান, হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের কেউ অভিযোগ করলে মামলা নেওয়া হবে। কেউ অভিযোগ না করলেও পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে। তদন্তে যাদের গাফিলতি পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পরিদর্শক আবদুল খালেক জানান, উদ্ধার তৎপরতার সুবিধার্থে ও শোক জানাতে ওই এলাকার মোলা গ্রুপের মনটেক্স, কটন ক্লাব বিডি লিঃ, কটন ক্লাউড বিডি লিঃ, আলিম নিট বিডি লিঃ, মাস্কো গ্রুপের তাসনিয়া ফেব্রিক্স-সহ প্রায় ১০ টি কারখানা মঙ্গলবারের জন্য ছুটি ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ ও হতাহতের ঘটনায় গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশের পরিদর্শক আব্দুল খালেক জানান, মঙ্গলবার সকালে ওই কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিস টানিয়ে দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের বক্তব্য:

গাজীপুরের জেলা প্রশাসক দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির জানান, নিহত ১৩ জনের পরিচয় জানা গেছে। রাতে স্বজনদের কাছে দাফনের জন্য ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তাসহ লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে আহতদের চিকিৎসার খরচ দেওয়া হচ্ছে।

জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাহেনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার দিন যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। বয়লার বিস্ফোরণের প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন এবং কারিগরি দিক দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে গাজীপুরের ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. কামরুজ্জামানকে আনা হয়েছে। মোট সাতটি বিষয় সামনে নিয়ে তাঁরা তদন্ত করছেন।

গাজীপুরে বিস্ফোরিত বয়লারটি ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ

৪ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে বয়লার পরিদর্শক কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে গাজীপুর জেলা প্রশাসনের গঠন করা আট সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রধান গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রাহেনুল ইসলাম বলেন, মাল্টিফ্যাবস কারখানায় বিস্ফোরিত বয়লারটি মেয়াদ উত্তীর্ণ ছিল।

নিহতের স্বজনদের বক্তব্য:

গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে আরসাদ চৌধুরীর লাশ গ্রহণ করেন তাঁর বড় ভাই ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন চৌধুরী। এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে এ দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। গত মে মাসে আসাদ ঢাকায় তাঁর বাসায় বেড়াতে গিয়ে বলেছিল, কারখানার দুটি বয়লারের একটি ত্রুটিপূর্ণ। তার ওপর কিছুদিন ধরে কারখানায় অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে। ঝুঁকির মধ্যে তারা কাজ করছে। ঈদে তাকে ছুটিও দেওয়া হয়নি।

নিহত স্বামীর লাশের অপেক্ষায় স্ত্রী

কারখানার শ্রমিকদের বক্তব্য:

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই কারখানার আশে পাশের কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরা ভিড় করতে থাকেন। এসময় তাদের অনেকে উদ্ধারকার্যে অংশ নেন। দুর্ঘটনার পরদিন ৪ জুলাই মঙ্গলবারও কারখানার সামনের রাস্তায় ভীড় করেন শ্রমিকরা। উদ্ধারকার্যের সুবিধার্থে এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের কারখানার সামনে ভিড়তে বাঁধা দিচ্ছিল পুলিশ। এসময় কারখানার শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আজ তাদের কাজে আসার কথা ছিল। অনেক শ্রমিক কাজে যোগ দিতে এসেই দেখছেন কারখানার স্থানে ধংসস্তুপ। তারা জানান ঈদের আগে তাদের কারও কারও বেতন বোনাস সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়নি।

কারখানায় আবার কবে কাজ শুরু হবে আর তারাই বা কবে কাজে ফিরতে পারবেন, আর এত দিন কিভাবে তারা চলবেন এসব বিষয় বার বার উঠে আসছিল তাদের কথায়। এসময় তারা উৎপাদন কাজ শুরুর আগ পর্যন্ত তাদের পুনর্বাসন ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের দাবি করেন।

কারখানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

দুর্ঘটনার পর কারখানার চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুকী ৩ জুলাই রাতেই ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি বলেন, কী কারণে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তা এ মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে কোন অবহেলা বা গাফিলতি নেই।

কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, ৪ জুলাই কারখানা পুরোপুরি চালু হওয়ার কথা থাকলেও ডাইংসহ কয়েকটি বিভাগ ১ জুলাই চালু করা হয়। ডাইংয়ে কাজ করছিলেন ১৩২ জন এবং বয়লারসহ অন্য সব শাখায় কাজ করছিলেন ৫১৩ জন শ্রমিক। ঘটনার দিন

বয়লার অপারেটররা বয়লারটি মেইনটেন্যান্সের কাজ করছিলেন। পাশাপাশি ডাইং সেকশনেও শ্রমিকেরা কাজ করছিলেন। কারখানা খোলার আগেই শ্রমিকদের বয়লার চালু করার বিষয়ে কারখানার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মোঃ আবু শিহাব বলেন, 'কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কারখানায় প্রবেশ করাও সম্ভব নয়। তাঁরা অনুমতি নিয়েই বয়লারটি সার্ভিসিং করছিলেন।'

গত ৮ জুলাই'১৭ শনিবার বিজেএমইএ কার্যালয়ে কারখানার চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুকী জানান, বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় কারখানাটির ৩০-৪০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ চলছে। আগামী ১০-১২ দিনের মধ্যে কারখানার সুইং বা সেলাই সেকশন চালু করা যাবে, তবে ডাইং সেকশন চালু করতে সময় লাগবে।

এসময় মালটিফ্যাবসের চেয়ারম্যান দাবি করেন, 'বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় কর্তৃপক্ষের কোনো দায় নেই। বয়লার অপারেটরদের অসাবধানতায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বয়লারে সমস্যা দেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁরা সেটি বন্ধ করে দিতেন, তাহলে দুর্ঘটনা ঘটত না।' তিনি আরও বলেন, বিস্ফোরিত বয়লারটির ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হলেও সেটি কোনোভাবেই মেয়াদোত্তীর্ণ নয়।

মহিউদ্দিন ফারুকী আরও দাবি করেন, 'বিস্ফোরিত বয়লারটি পোশাকের ফিনিশিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হতো। সোমবার সেটি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে গিয়েই বিস্ফোরণ ঘটে। রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন কারখানার কর্মকর্তারা। এ জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ দায় নেবে না।'

তদন্ত কমিটি গঠন

বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় গাজীপুর জেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরও বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে।

বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রাহেনুল ইসলামকে প্রধান করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৮ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে জেলা পুলিশ ও শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক, বয়লার পরিদর্শক, কারখানা পরিদপ্তর, বিজিএমইএ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সংশিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে সদস্য করা হয়েছে।

এ কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপরেট করতে পারবেন। গঠিত কমিটিকে বয়লার বিস্ফোরণে সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ, দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুপারিশমালা উলেখপূর্বক আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে গাজীপুর জেলা প্রশাসক বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকেও ঘটনা তদন্তের জন্য ফায়ার ও সিভিল ডিফেন্সের (ঢাকা) সহকারী পরিচালক দীলিপ কুমার ঘোষকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ:

৪ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মোঃ মজিবুল হক চুন্নু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি এ ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে বীমার খাত থেকে ২ লাখ এবং শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান বাবদ ৩ লাখ সহ মোট ৫ লাখ টাকা করে দেয়ার ঘোষণা দেন।একই সময় কারখানার চেয়ারম্যান ফারুকী জানান, এ ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে কারখানার পক্ষ থেকে ৩ লাখ টাকা করে দেয়া হবে এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও হতাহতদের পরিবারের কোন সদস্য কারখানায় চাকরি করতে চাইলে তাদের চাকরি দেয়া হবে।

গত ৮ জুলাই'১৭ শনিবার বিজেএমইএ কার্যালয়ে কারখানাটির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন ফারুকী বলেন, আমাদের ডেনমার্কের একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ২৬ হাজার মার্কিন ডলার দিয়েছে। সেটি দিয়ে নিহত প্রত্যেক পরিবারকে ২ লাখ টাকা দেওয়া হবে।

কারখানা কর্তৃপক্ষকে জরিমানাঃ

ছাড়পত্র ছাড়া বয়লার চালানোর দায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষকে ৩ জুলাই মঙ্গলবার ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়। বয়লার আইনের ২৩ ও ২৪ ধারা অনুযায়ী মালটিফ্যাবসকে জরিমানা করা হয়। এতে কারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, অনুমোদনের চেয়ে বেশি চাপে ও ছাড়পত্র ছাড়া বয়লার চালিয়েছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। গত ২৪ জুন কারখানার বিস্ফোরিত বয়লারটির ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হয়। তারপরও ১ জুলাই শনিবার থেকে সেটি চালিয়ে আসছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

তদন্ত প্রতিবেদন:

গত ১২ জুলাই বুধবার বিকেলে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঠিত আট সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদন জমাদানের পরদিন ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর তার কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এ সময় তদন্ত কমিটির কোন সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

তদন্ত কমিটি ২৮ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করে যার সঙ্গে ৯১ পৃষ্ঠার সংযুক্তি দেয়া হয়। এছাড়া তদন্তের সময় বয়লার বিশেষজ্ঞের মতামত এবং ২৯ জনের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর জানান, ওই কারখানায় ৫ টন ও ১০ টনের ২টি বয়লার ছিল। এর মধ্যে ৫ টনের বয়লারটি বিস্ফোরিত হয় এবং ১০ টনের বয়লারটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে কারখানার ক্ষতির পরিমাণ ৩৫ কোটি ৬২ লাখ টাকা উলেখ করা হয়।

রিপোর্টে উলেখ করা হয়, বয়লারের প্রেসার গেজটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, ডেলিভারি লাইন বন্ধ থাকায়, লিভারটিতে স্পট কাটা না থাকায় বয়লারের কম্পনে ডেড ওয়েট উচ্চচাপের দিকে সরে গিয়ে ওভার প্রেসার সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল। অপারেটর কর্তৃক প্রেসার রিলিজ করতে ব্যর্থ হওয়া এবং বয়লার মেইনটেন্যান্স কর্তৃপক্ষ ও বয়লার অপারেটরদের উপযুক্ত তদারকির অভাবে বয়লারটি বিস্ফোরিত হয়েছে বলে তদন্ত কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

রিপোর্টে আরও উলেখ করা হয়, বিস্ফোরিত বয়লারটি ১৯৯৬ সালে জার্মানীর অমনিকা কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত। ১৯৯৮ সালে ইউরোপ এশিয়াটিক কোম্পানী কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছিল। যার রেটিং ছিল ৯৬৮ বর্গফুট। বয়লারটি প্রথম ২০০৩ সালের ১০ জুন বয়লার পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয় এবং রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে। সর্বশেষ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ২০১৬ সালের ৩১ আগস্ট ১০ বারে ২০১৭ সালের ২৪ জুন পর্যন্ত চালানোর অনুমতি প্রদান করে। ১৯ জুন তারিখে এটির নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। বিস্ফোরণের দিন বয়লারটির রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও বয়লারের আয়ুষ্কাল উত্তীর্ণ হয়েছে এমনি বলা যাচ্ছে না।

তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কমিটি বয়লার বিস্ফোরণের সাতটি কারণকে চিহ্নিত করেন। তার মধ্যে পাঁচটি যান্ত্রিক ত্রুটি ও দুইটি প্রশাসনিক ত্রুটি। এছাড়া কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ২০টি সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

ক্রমিক	যান্ত্রিক ত্রুটি	প্রশাসনিক ত্রুটি
১	সেফটি বাল্বের যান্ত্রিক ত্রুটি	প্রশাসনিক অবকাঠামোগত ত্রুটি
২	ফিজিক্যাল ফ্লাগে ত্রুটি	ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি
৩	মেটালিক ক্ষয়	
৪	পেশার গেজে ত্রুটি	
৫	বৈদ্যুতিক সিগন্যালে ত্রুটি	

ক্রমিক	সুপারিশসমূহ
১	স্টীম কনজামশন ক্যাপাসিটি অনুযায়ী দেড়গুন স্টীম প্রোডাকশন ক্ষমতা সম্পন্ন বয়লার ক্রয় করা
২	ডেড ওয়েট সিস্টেম বয়লার সেফটি ভাল্ব প্রতিস্থাপন করে স্প্রিং লোডেড আধুনিক সেফটি ভাল্ব স্থাপন করা
৩	চার ঘন্টা অগ্নিপ্রতিরোধক ইট দিয়ে দেয়াল নির্মাণ করা
৪	দুই ঘন্টা অগ্নিপ্রতিরোধক দরজা স্থাপন করা
৫	বয়লার রুম ম্যানুয়াল অনুয়ায়ী নির্মাণ করা
৬	অনুমোদিত প্রেসারে বয়লারের সেফটি ভাল্বের সেটিং প্রেসার নিশ্চিত করা
৭	বয়লার ওভার হেড'র উপরে ছয় ফুট ফাঁকা রেখে আরসিসি ছাদ নির্মাণ করা
৮	সাত দিনে একবার সেফটি ভাল্ব-এর প্রেসার চেকআপ করা
৯	সাত দিনে একবার সেফটি ভাল্বের সেফটি ভাল্ব বো-আপ চেক করা
১০	বো-ডাউন-ভাল্ব মাসে একবার চেক করা
১১	প্রতিবছর একবার হাইড্রোস্টাটিক ও হ্যামার টেস্ট করা

ক্রমিক	সুপারিশসমূহ
১২	স্বল্প শিক্ষিত/অশিক্ষিত বয়লার অপারেটরদের ন্যূনতম দুইমাসের একটি নিবিড় থিউরি এবং প্রাকটিক্যাল প্রশিক্ষণের আয়োজন করা
১৩	কারখানায় ন্যূনতম একজন বিএসসি প্রকৌশলী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা
১৪	বয়লার বন্ধ ও চালু করার সময় প্রকৌশলীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা
১৫	বয়লার বন্ধ ও চালু করার সময় প্রকৌশলীর লিখিত প্রত্যয়ন বাধ্যতামূলক করা
১৬	বয়লার, জেনারেটর, টারবাইন, কেমিক্যাল গোডাউনসহ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তা তদারকি মালিক নিজে বা তার নিজস্ব তত্ত্বধানে সম্পন্ন করা
১৭	বয়লার ও টারবাইন তদারকির জন্য ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা
১৮	বিদ্যমান বয়লার আইন, ১৯২৩ যুগোপযোগী করে সংশোধন এবং শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা
১৯	বিদ্যমান বয়লার অপারেটর নিয়োগ আইন (বয়লার এটেনডেন্ট রুলস ১৯৫৩) সংশোধন করা
২০	বয়লার অপারেটরদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা লেভেল করা

ক্ষতিপূরণ প্রদান:

গত ১৮ জুলাই'১৭ মঙ্গলবার বয়লার বিস্ফোরণে নিহত ১৩ জন শ্রমিকের পরিবারকে কারখানার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। মঙ্গলবার বিকেলে গাজীপুর জেলা প্রশাসকের ভাওয়াল সম্মেলন কক্ষে মাল্টিফ্যাবস লিমিটেডের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ৭২ লাখ ৮০ হাজার টাকার চেক নিহত ১৩টি পরিবারের স্বজনদের কাছে বিতরণ করা হয়। গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর ও মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মহিউদ্দিন ফারুকী নিহতের প্রতিটি পরিবারের স্বজনদের হাতে ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা করে চেক তুলে দেন।

এসময় নিহত প্রতিটি পরিবারকে কারখানার পক্ষ থেকে ৪ লাখ টাকা এবং ডেনমার্কের বায়ার রেক্স হোম (আইডি'র) পক্ষ থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। এ ছাড়া রপ্তানি বিল হতে কর্তনকৃত অর্থ যা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা হয়, সেই তহবিল থেকেও প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আরও ৩ লাখ করে টাকা দেয়া হবে।

কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মহিউদ্দিন ফারুকী জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী শ্রম আদালতে নিহত প্রতিজনের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ আরও ১ লাখ টাকা করে জমা দেয়া হয়েছে। আহত শ্রমিকরা সম্পূর্ণ কর্মক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তাদের চিকিৎসার ব্যয়ভার কোম্পানি বহন করার পাশাপাশি তাদের প্রতিমাসের বেতন-ভাতাদি প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। এর আগে নিহতদের মরদেহ বহনের জন্য প্রতিজনের পরিবারকে কারখানার পক্ষ থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরো ২০ হাজার করে টাকা দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে এ দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের প্রতিটি পরিবার মোট ৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা করে পাবেন।

প্রদানকৃত ক্ষতিপূরণ			
প্রদানকারী	**পরিমাণ**	**প্রাপক সংখ্যা**	**মোট**
কারখানা কর্তৃপক্ষ	৪ লাখ	১৩ জন	৫২,০০,০০০/-
রেক্স হোম (আইডি)	১ লাখ ৬০ হাজার	১৩ জন	২০,৮০,০০০/-
শ্রম আদালতে জমা	১ লাখ	১৩ জন	১৩,০০,০০০/-
মোট	**৬ লাখ ৬০ হাজার**	**১৩ জন**	**৮৫,৮০,০০০/-**
শ্রমিক কল্যাণ তহবিল	৩ লাখ	১৩ জন	৩৯,০০,০০০/-
মোট	**৯ লাখ ৬০ হাজার**	**১৩ জন**	**১,২৪,৮০,০০০/-**

শ্রম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ আমরা প্রতি সংখ্যায়ই ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি পাঠকদের সুবিধার্থে। এ সংখ্যায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারাসমুহ তুলে ধরা হলো:

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নিরাপত্তা (গত সংখ্যার পর)

৬১। ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা।

(১) যদি কোন পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা ইহার কোন অংশ অথবা ইহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্যান্ট এমন অবস্থায় আছে যে, ইহা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক, তাহা হইলে তিনি মালিকের নিকট লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহাতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তাহার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন– উহা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা উহার কোন অংশ বা উহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্যান্ট এর ব্যবহার মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য আশু বিপজ্জনক, তাহা হইলে তিনি মালিকের উপর লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহা যথাযথভাবে মেরামত বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

৬২। অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ভাবে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রত্যেক তলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী অন্ততঃ একটি বিকল্প সিঁড়িসহ বহির্গমনের উপায় এবং অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) যদি কোন পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উপ-ধারা (১) এ উলিখিত বিধি অনুযায়ী বহির্গমনের ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি মালিকের উপর লিখিত আদেশ জারী করিয়া, উহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, তাহার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন– তাহা তাহাকে অবহিত করিবেন।

(৩) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কোন কক্ষ হইতে বহির্গমনের পথ তালাবদ্ধ বা আটকাইয়া রাখা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তি কক্ষের ভিতরে কর্মরত থাকিলে উহা তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে সহজে খোলা যায়, এবং এই প্রকার সকল দরজা, যদি না এইগুলি স্লাইডিং টাইপের হয়, এমনভাবে তৈরী করিতে হইবে যেন উহা বাহিরের দিকে খোলা যায়, অথবা যদি কোন দরজা দুইটি কক্ষের মাঝখানে হয়, তাহা হইলে উহা ভবনের নিকটতম বহির্গমন পথের কাছাকাছি দিকে খোলা যায়, এবং এই প্রকার কোন দরজা কক্ষে কাজ চলাকালীন সময়ে তালাবদ্ধ বা বাধা গ্রস্থ অবস্থায় রাখা যাইবে না।

(৪) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সাধারণ বহির্গমণের জন্য ব্যবহৃত পথ ব্যতীত অগ্নিকাণ্ড কালে বহির্গমনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে– এরূপ প্রত্যেক জানালা, দরজা বা অন্য কোন বহির্গমন পথ স্পষ্টভাবে লাল রং দ্বারা বাংলা অক্ষরে অথবা অন্য কোন সহজবোধ্য প্রকারে চিহ্নিত করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে, উহাতে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিককে অগ্নিকান্ডের বা বিপদের সময় তৎসম্পর্কে হুশিয়ার করার জন্য, স্পষ্টভাবে শ্রবণযোগ্য হুশিয়ারী সংকেতের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৬) প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কক্ষে কর্মরত শ্রমিকগণের অগ্নিকাণ্ডের সময় বিভিন্ন বহির্গমন পথে পৌঁছার সহায়ক একটি অবাধ পথের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৭) যে প্রতিষ্ঠানে উহার নীচ তলার উপরে কোন জায়গায় সাধারণভাবে দশজন বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত থাকেন, অথবা বিষ্ফোরক বা অতিদাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয়, অথবা গুদামজাত করা হয়, সে প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডকালে বহির্গমনের উপায় সম্পর্কে সকল শ্রমিকেরা যাহাতে সুপরিচিত থাকেন এবং উক্ত সময়ে তাহাদের কি কি করণীয় হইবে, তৎসম্পর্কে তাহারা যাহাতে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ লাভ করিতে পারেন, সেই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) পঞ্চাশ বা ততধিক শ্রমিক/কর্মচারী সম্বলিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার অগ্নিনির্বাপন মহড়ার আয়োজন করিতে হইবে, এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

বিল্‌স

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনকে সুসংহত, স্বনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা প্রদান এবং জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ 'বিল্‌স' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিল্‌স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- সকল শ্রমজীবী মানুষকে তাদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করা;
- বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা;
- নারী-পুরুষসহ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র ও ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা;
- সংগঠন পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা;
- শ্রমিক অধিকার স্বার্থে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা;
- শ্রমিক আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা;
- বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ, গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা;
- শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো;
- উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
বাড়ি # ২০ (৪র্থ তলা), সড়ক ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১১৬৫৫৩ ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net
www.bilsbd.org